নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব

পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪০ ৩০ অক্টোবর - ৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পুণ্যাত্মা মানুষ

আমাদের সাক্ষ্যমরণ

অবধারিত চিরসাথী মৃত্যু

২ নভেম্বর : মৃতলোকের পর্ব

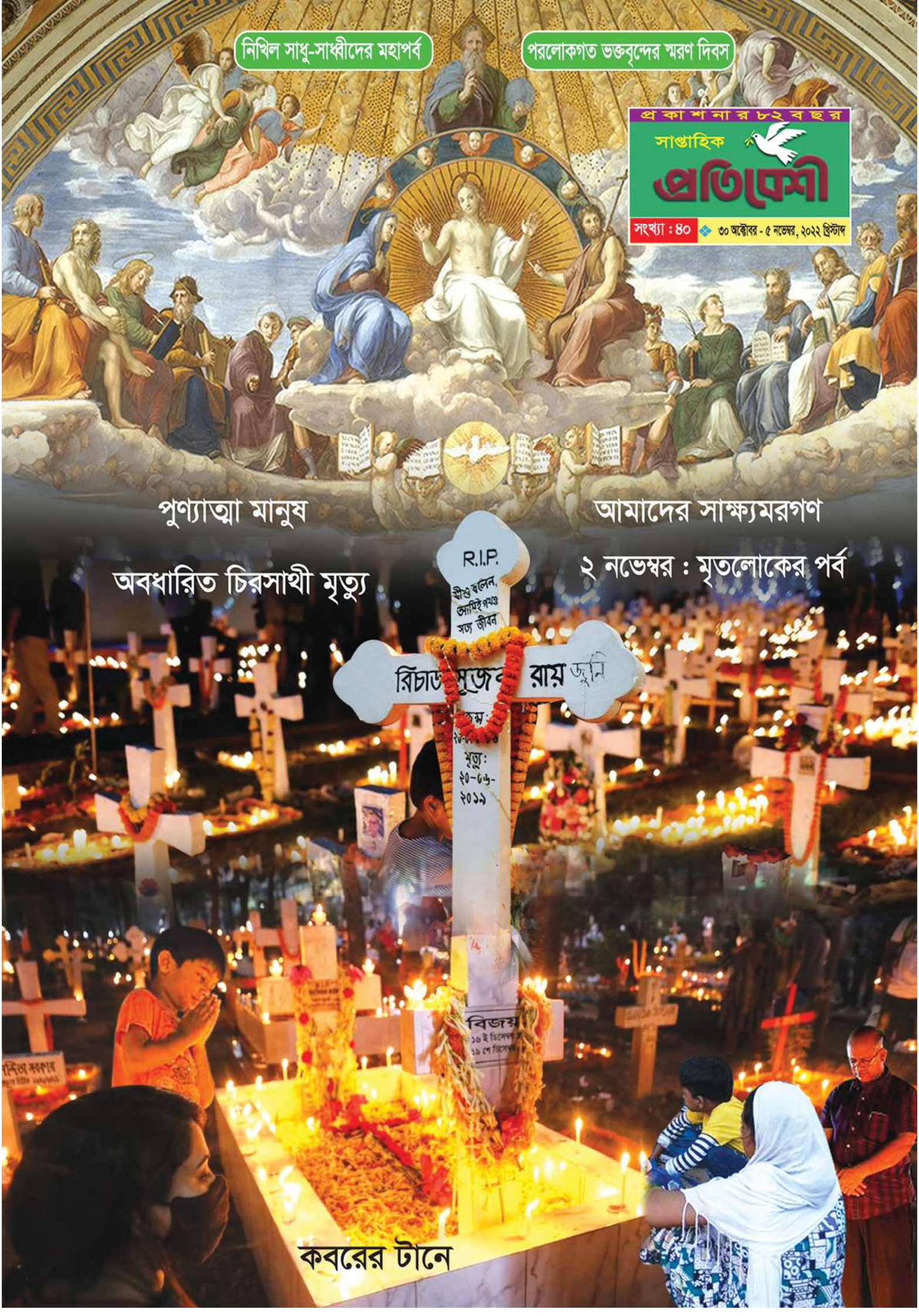

কবরের টানে

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

"যখন পড়বে না মোর
পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী
এই ঘাটে"

প্রয়াত লরেন্স তুষার গমেজ
জন্ম: ১৯ মে, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত রক সলোমন গমেজ
জন্ম: ১৮ জানুয়ারি, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ঢাকার গ্রীনরোড জাহানারা গার্ডেন নিবাসী, পিতা **প্রয়াত সলোমন গমেজ ও মাতা মারীয়া স্বন্ধ্যা গমেজ-এর বড় ছেলে লরেন্স তুষার গমেজ** দীর্ঘদিন ব্রেইন টিউমার এ আক্রান্ত থাকা অবস্থায় ঢাকাস্থ গ্রীন লাইফ হাসপাতাল এ চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ১০ অক্টোবর রোজ সোমবার ভোর ৬টায় আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে এই পৃথিবীর মোহমায়া ত্যাগ করে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম টিউমার ধরা পরার পর তিনবার অপারেশন করা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হলো। জীবিত অবস্থায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, কর্মঠ, বন্ধুবৎসল, ধার্মিক, পরিবারবান্ধব, সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং পরোপকারী একজন মানুষ। ঈশ্বর তার আত্মার চির শান্তি দান করুক।

তার অসুস্থতার সময় দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং অফিস সহকর্মী সহ যতজন আমাদের পরিবারের পাশে সর্বক্ষণ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং **আর্থিক অনুদান দিয়েছেন** তাদের সকলের প্রতি শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করি। সবাই তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করবেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মা : মারীয়া স্বন্ধ্যা গমেজ
ছোট ভাই : পাভেল গমেজ
ছোট ভাই বউ : ওয়েন্ডি মার্শা গমেজ
একমাত্র ভাতিজি : এ্যালানা মারীয়া ইভোন গমেজ
ছোট বোন : আগ্নেশ মনি ডি'ক্রুজ (USA)
ছোট বোন জামাই : এলিয়ট অমিতাভ ডি'ক্রুজ (USA)

ও পরিবারবর্গ
১৩৭/বি জাহানারা গার্ডেন, গ্রীনরোড, ঢাকা।

বিজ্ঞ/৩২১/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৪০
৩০ অক্টোবর - ৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৪ - ২০ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

খ্রিস্টবিশ্বাসী অনন্ত জীবন পথের যাত্রী

স্বাভাবিক ধারায় জন্ম দিয়ে শুরু আর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটে মানব জীবনের। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টিই মানবের জগত জীবন। তবে বিশ্বাসী ভক্তকূল মৃত্যুর পরে অনন্তে বিশ্বাসী। মানুষের মণীষায় তা সহজেই পরীলক্ষিত হয়। মানুষ যতটা পারে বেঁচে থাকতে ও বাঁচিয়ে রাখতে চায়। বেঁচে থাকার অনন্ত তৃষা মানুষের রয়েছে। মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করে মানুষ অনন্তের প্রত্যাশী। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা আরো প্রগাঢ়। মৃত্যুর মধ্যদিয়েই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হয়। তাই বলা যায়, জন্ম যেমন জগতে পদার্পণের পথ মৃত্যুও তেমনি অনন্তে যাবার দ্বার।

সকল ধর্মেই মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে কথা বলে। মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে চিন্তা ও দর্শনে ভিন্নতা থাকলেও মৃত্যু সবার জন্যই - এ সত্য সকলেই স্বীকার করে নেয়। সকলকে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ পেতেই হবে। এ ধ্রুব সত্য জানা সত্ত্বেও মৃত্যু ভাবনা আমাদেরকে ভীত-শঙ্কিত করে। মৃত্যুকে জীবন বাস্তবতায় গ্রহণ করতে আমাদের সকলেরই কষ্ট হয়। কেননা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আমাদের প্রিয় ও আপনজনদের সাথে আমাদের আপাতত বিচ্ছেদ ঘটে। যে বিচ্ছেদ দৃশ্যমানতার কিন্তু বিলীনতার নয়। কেননা যারা আমাদের প্রিয় ও ভালবাসার মানুষ তারা মারা গেলেও আমাদের কাছে বিলীন হয়ে যান না বরং আরো বেশি জাগ্রত হয়ে থাকেন। তাইতো সকল ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষ নিজেদের প্রিয় মৃতজনদের কথা স্মরণ করার মধ্যদিয়ে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। খ্রিস্টমণ্ডলীও মৃতদের বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে নভেম্বর মাসটিকে পরলোকগত ভাই-বোনদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে উৎসর্গ করেছেন। ২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সারা পৃথিবীতে মৃতলোকদের স্মরণ দিবস পালন করা হয়।

মৃতদের স্মরণ দিবস পালন করার অর্থ হলো মৃতদের সাথে আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করা এবং আমাদের মরণশীলতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। আমরাও একদিন মৃত্যুবরণ করব তা স্মরণে এনে ভাল ও পবিত্র জীবনযাপন করা। আমাদের মৃত প্রিয়জনেরা জীবনকালে অনেক ভাল কাজ করে সমাজকে আলোকিত করেছেন। নিজেরা সৎ, বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসীয় জীবনযাপন করার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে অনেকের কাছে দৃশ্যমান করেছিলেন। তা করতে গিয়ে তারা সহ্য করেছেন দুঃখ-কষ্ট, অপমান এবং ত্যাগ করেছেন ভোগ-বিলাসিতা, হিংসা, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, পরচর্চা ও মিথ্যা সম্মান। এরূপ জীবনযাপন করেছিলেন যাতে তারা মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন লাভ করতে পারেন। আমাদের মৃত পূর্বপুরুষেরা এই সত্যও প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর কোন ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি, মান-সম্মান, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, জায়গা-জমি, কোন কিছুই সঙ্গে যাবে না। সবকিছু ফেলে রেখে একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে। সুতরাং মিথ্যা রেষারেষি, বিবাদ-বিচ্ছেদ, লোভ-লালসা, তোষামোদ ও ভণ্ডামিতে না জড়িয়ে সহজ-সরল, নির্লোভ জীবনযাপন করি। যাতে করে অনন্ত জীবন লাভের পথে কোন কিছু বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। আর মৃত্যুর মধ্যদিয়েই আমরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করব।

খ্রিস্টেতে বিশ্বাস রেখে আমাদের অনেক পূর্ব-পুরুষেরা সাধু-সাধ্বীদের মতো ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতার পথে নিজেদের জীবন পরিচালনা করেছেন। জগতের মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন পরীক্ষা প্রলোভন তাদের সামনে আসলেও তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস পালন ও নৈতিকতার গুণে সৎপথে চলে আমাদের কাছে সাধুসুলভ হয়েছেন। ১ নভেম্বর নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্ব পালন করার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের প্রিয় পুণ্যজন তথা আমাদের সাধুদের স্মরণ করি এবং আমরাও অনুপ্রাণিত হই আমাদের নিজেদের সাধুতা অর্জনের জন্য। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশায় যেমনিভাবে সত্যতা, ন্যায্যতা ও একতার পথে চলেছেন আমরাও তদ্রুপ হবার বাসনা করি।

সাধুসাধ্বীগণ আপন আপন বিশ্বাস ও কর্মগুণে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করেছেন আর অনেক প্রিয়জনেরা মৃত্যুর পরেও অনন্ত জীবনে প্রবেশের প্রতীক্ষায় রয়েছেন আর নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করছেন। তাদেরকে শুদ্ধতার কাজে আমরা এ জগতে খণ্ডকালীন বসবাসকারী অনন্ত জীবন প্রত্যাশীরা সহায়তা করছি প্রার্থনা ও পুণ্যকাজ করার মধ্যদিয়ে। এমনিভাবে পুণ্য কাজ করতে করতে আসুন আমরাও একদিন পুণ্যাত্মা হয়ে অনন্ত জীবন লাভ করি। †

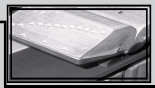

যীশু ব'লে উঠলেন: "আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এসেছে! কারণ এ লোকটিও তো আব্রাহামেরই সন্তান। আসলে, যা হারিয়ে গেছে, তা খুঁজতেই, তা উদ্ধার করতেই মানবপুত্র এ জগতে এসেছে!" (লুক ১৯:৯)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

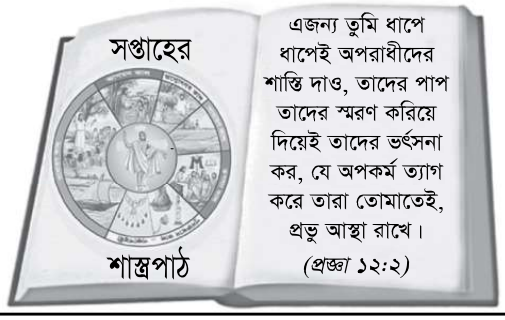

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩০ অক্টোবর - ৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৩০ অক্টোবর, রবিবার
প্রজ্ঞা ১১: ২৩--১২: ২, সাম ১৪৫: ১-২, ৮-১১, ১৩-১৪,
২ থেসা ১: ১১--২: ৩, লুক ১৯: ১-১০

৩১ অক্টোবর, সোমবার
ফিলি ২: ১-৪, সাম ১৩১: ১-৩, লুক ১৪: ১২-১৪

১ নভেম্বর, মঙ্গলবার
নিখিল সাধু সাধ্বী, মহাপর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
প্রত্যা ৭: ২-৪, ৯-১৪, সাম ২৪: ১-৪খ, ৫-৬, ১ যো ৩: ১-৩, মথি ৫: ১-১২

২ নভেম্বর, বুধবার
পরলোকগত সকল ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
প্রথম খ্রিস্টযাগ: যোব ১৯: ১, ২৩-২৭, সাম ২৭: ১, ৪, ৭, ৮-৯, ১৩-১৪,
রোমীয় ৫: ৫-১১, যোহন ৬: ৩৭-৪০
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ: ইসা ২৫: ৬, ৭-৯, সাম ২৫: ৪-৭, ২০-২১,
রোমীয় ৮: ১৪-২৩, মথি ২৫: ৩১-৪৬
তৃতীয় খ্রিস্টযাগ: প্রজ্ঞা ৩: ১-৯, সাম ৪২: ১-২, ৫, প্রত্যা ২১: ১-৭,
মথি ৫: ১-১২

৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু মার্টিন দ্য পরেস, সন্ন্যাসী
ফিলি ৩: ৩-৮, সাম ১০৫: ২-৭, লুক ১৫: ১-১০

৪ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধু চার্লস বরোমেও, বিশপ,
ফিলি ৩: ১৭--৪: ১, সাম ১২২: ১-৫, লুক ১৬: ১-৮
অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
রোমীয় ১২: ৩-১৩ (বিকল্প: শিষ্য ২০: ১৭-১৮, ২৮-৩২, ৩৬),
সাম ৮৯: ১-৪, ২০-২১, ২৪, ২৬, যোহন ১০: ১১-১৬

৫ নভেম্বর, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
ফিলি ৪: ১০-১৯, সাম ১১২: ১-২, ৫-৬, ৮, ৯, লুক ১৬: ৯-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩০ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৭২ সিস্টার এম. ডেনিস পেরেরা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

৩১ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৫৯ সিস্টার থিয়োটাইম গিলবার্ট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ফাদার আলেস্সান্দ্রো পেরিকো পিমে (দিনাজপুর)

১ নভেম্বর, মঙ্গলবার
নিখিল সাধু সাধ্বী, মহাপর্ব
+ ১৯৩১ সিস্টার এম. জার্লেথ স্টেনটন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ঈশ্বরের সেবক বিশপ ভিনসেন্ট জে. ম্যাক্কলী সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী রেমন্ড গমেজ আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৬৮ ফাদার লুইজি মার্তিনেল্লী পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফাদার গায়তানো কুরিয়নী পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ মন্সিনিয়র টমাস কুইয়া (চ২০ট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী দত্ত এসএমআরএ (ঢাকা)

৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৬ ফাদার এডমন্ড গেডার্ট সিএসসি (ঢাকা)

৪ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ২০১২ সিস্টার ম্যাগ্ডেলিন ফ্রান্সিস আরএনডিএম (ঢাকা)

৫ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৭৪ ব্রাদার ফাবিয়ান এফ. ল্যামেস্টার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. ডাইওনোসিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার মেরী অমের বিশ্বাস আরএনডিএম (ঢাকা)

দারিদ্র দূরীকরণ প্রসঙ্গে সমবায়ী কিছু কথা

শহর থেকে দূরে খ্রিস্টান ধর্মপল্লী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি দোকান-সমবায় বাজার। সাইবোর্ডে লেখা এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি এবং বিভিন্ন ধরনের শস্যদানা (বীজ) সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। ভেজালমুক্ত জিনিস কমদামে বিক্রি প্রচারে দূর দূরান্ত থেকে অভাবী-গরীব মানুষ এসে পছন্দমত জিনিস কেনা-কাটা করে লাভবান হয়।

পাশের গ্রামের গরীব-বেকার যুবক সুকুমার লোক মুখে সমবায় বাজার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনে কষ্ঠার্জিত জমানো টাকা নিয়ে দোকানে আসে। দোকানের কর্মচারী তাকে দেখতে পেয়ে সবিনয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে- কি খুঁজিতেছেন? দোকানে "সবকিছু" আছে। সুকুমার পকেট থেকে টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বলে আমাকে "সবকিছু" দাও। তার কথা শুনে আশে পাশের ক্রেতা ও কর্মচারী অবাক! তাকে নানাভাবে বুঝাতে চাইলেও শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে তার এক কথা "সবকিছু" দাও। অবস্থা বেগতিক দেখে ম্যানেজার সাহেবকে জানালে সে এসে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেও বিফল দেখে পাশে দাঁড়ানো একজন বয়স্ক ক্রেতা এগিয়ে আসে কর্মচারীকে বলে, আমাকে একটা ঠোঙ্গা দাও। ঠোঙ্গা হাতে পেয়ে সবার অগোচরে দরজার পাশে রাখা দোকানের ঝাড়ু দেয়া ময়লা থেকে এক মুঠো তুলে ঠোঙ্গায় ভরে সুকুমার এর হাতে দিয়ে বলে, "বিশ্বাস কর" এখানে "সবকিছু" আছে। বাড়ী যাও, আর বিরক্ত করো না।

সুকুমার বাড়ী গিয়ে ঠোঙ্গায় ময়লা-ধূলাবালি দেখে পুনরায় দোকানে এসে গণ্ডগোল করবে, চিন্তা-ভাবনায় এক বৃদ্ধা ওর বাড়ী যায়। দু'জনায় একত্রে বসে ঠোঙ্গাঁয় রাখা জিনিস মাটিতে উপুড় করে ছড়ালে, কয়েকটি ধান, তিল, মরিচের বিচি এবং সরষেদানা ছাড়া আর কিছু না পেয়ে ক্ষেপে যায়। আলোচনায় ওকে বুঝায়, আলসেমী এবং ঘুরাফিরা না করে কাজ করলে অভাব অনটন থাকবে না। গুরুজনের পরামর্শ এবং কথানুসারে ঘরের পাশে অব্যবহৃত পতিত জমি পরিষ্কার ও বীজতলা তৈরী করে সেখানে ধান, তিল, মরিচের বিচি এবং সরষেদানা বপন করে নিয়মিত পরিচর্যায় ৩/৪ মাসেই ভাল ফলন দেখে আনন্দে আত্মহারা।

পুনরায় চাষাবাদ করা সদিচ্ছা মনে উদিত হলেও জমি না থাকায় মানসিক দুঃশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে। পবিত্র শাস্ত্রের কথা - ঈশ্বর সময়মত সবকিছু জুগিয়ে দেন। হঠাৎ আবার সেই বৃদ্ধার সাথে দেখা হলে দু'হাত কড়জোড়ে সম্মান জানিয়ে কথা প্রসঙ্গে মনের কথা খুলে বলে। আলোচনা ও বৃদ্ধার পরামর্শ অনুসারে সে ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করে। নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ নিয়ে বাড়ীর সংলগ্ন অন্যের পতিত জমি লিজ নেয়। একই পদ্ধতি অবলম্বনে চাষাবাদ করে ৪/৫ বছরেই ভাগ্যোন্নয়নে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে সুকুমার স্বয়ংসম্পন্ন এবং আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি লাভে গৌরবান্বিত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

দুঃখজনক হলেও অপ্রিয় সত্য- সমবায় সমিতি ছাড়া "দারিদ্র্য দূরীকরণ" এর বিকল্প নাই। সমবায় সমিতির নির্বাচিত পরিচালক মণ্ডলীর নিকট অনুরোধ, খ্রিস্টভক্ত হিসেবে নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে সদস্যদের নিকট অঙ্গীকার "সেবায় নিয়োজিত" কথা স্মরণে সদস্যদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ক নিয়মিত শিক্ষা এবং জ্ঞানদানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভাগ্যোন্নয়নের পাশাপাশি "দারিদ্র্য দূরীকরণ" সহায়ক হবে, বিশ্বাস করি। সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে।

পিটার পল গমেজ
মনিপুড়ি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

পুণ্যাত্মা মানুষ

ফাদার যোসেফ মুরমু

খ্রিস্টমণ্ডলীতে অসংখ্য পুণ্যাত্মা মানুষ রয়েছেন, যাদেরকে খ্রিস্টমণ্ডলী সাধু-সাধ্বী নামে আখ্যায়িত করেছেন। পুণ্য উপাসনার পঞ্জিকায়, তাদের নাম, জন্ম, মৃত্যু, দেশ, পরিবার, কর্ম ইত্যাদি গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মণ্ডলীর উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রিস্টভক্তগণ যেন সাধু বা সাধ্বী পরিচয় জানতে পারে কিভাবে খ্রিস্টকে গ্রহণ করে জীবনান্ত অবধি কঠোর ত্যাগ-সাধনায় দেহ-আত্মাকে শুচি-শুদ্ধ করেছেন, ধার্মিক ব্যক্তি হয়েছেন। নির্দ্বিধায় বলা যায়,কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনায় তাঁরা ঐশ কৃপা-অনুগ্রহে ধন্য হয়েছেন। সেই অনুগ্রহে ভক্তমানুষের অন্তরে আত্মিক কৃপা বর্ষিত হয়। খ্রিস্টমণ্ডলী এটাই বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক সাধু-সাধ্বী মানুষের আত্মিক যত্ন নেয়া ও রক্ষা করার শক্তি দান করেন। ভক্ত মানুষের প্রয়োজনে অজানা সময়ে পুণ্যাত্মা মানুষের ঐশকৃপা বর্ষিত হয়। কেননা এটা নিশ্চিত যে, ভক্তমানুষের অন্তরে এই কৃপা ও অনুগ্রহ একান্তই দরকার। তাই নিভৃতেই কৃপা ও অনুগ্রহ কার্যকরী হয়, এর জন্যে মানুষকে অপেক্ষা করতে হয় না।

পুণ্যাত্মা মানুষ, কোন পাহাড়-পর্বতের গুহায়, জেলখানায়, ধ্যানাশ্রমে ধ্যানমগ্ন-প্রার্থনা ও উপবাসী হয়ে শুচিতা, পবিত্রতা লাভে যিশুর চরণমূলে নমিত ছিলেন। ঈশ্বর ধ্যানমগ্ন-নীরবতায় ঐশশুদ্ধিতা ও পবিত্রতা প্রাপ্ত করেছেন। মৃত্যুর দীর্ঘ বছর পর, প্রার্থনা-কামনায় বহু ভক্তমানুষে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আত্মিক কর্মযজ্ঞ মূল্যায়ন করে মণ্ডলী নিশ্চিত হয়ে যথা সম্মানে ভূষিত করে বিশ্ববাসীর সম্মুখে সাধু-সাধ্বী আখ্যায়িত করেছেন। মাতামণ্ডলী তাদের ধার্মিকতা ও পবিত্রতাকে দৈনন্দিন যোগ্য সম্মান দিয়ে মণ্ডলীর দৈনিন্দন উপাসনায় ও পঞ্জিকায় অর্থাৎ বর্ষচক্রের (পূজনবর্ষে) পঞ্জিকায় নাম, জন্মসন, মৃত্যুকাল ও পর্ব বা স্মরণ দিবসের তারিখ সংযোজন করেছে। সাধু-সাধ্বীদের উদ্দেশে প্রণিত প্রার্থনাবিতান ও পত্রবিতানে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে। এই সত্য তথ্যসূত্র ধরে উপাসনায় সাধু-সাধ্বীদের নিয়মিত নামের পর্বদিবস পালন বা স্মরণ করা হয়। মণ্ডলী, সাধু-সাধ্বীদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন দিক উপাসনা উদ্‌যাপনের মাধ্যমে শ্রদ্ধার সাথে ভক্তমানুষকে স্মরণ করতে আহ্বান করে।

মণ্ডলীর দৃষ্টিতে সকল সাধু-সাধ্বীই সমান আত্মিক শক্তির অধিকারী। কোন সাধু-সাধ্বীকে ছোট বা বড় এই ধারণা থেকে উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়নি। স্বর্গীয় বিধানের রীতিতে তারা, স্বর্গে যেমন, মর্ত্যেও তেমনি পুণ্যজন, স্বর্গরাজ্যের নাগরিক। তাদের পুণ্যজন হওয়া ঈশ্বরের মহা কৃপা। তাদের আত্মিক কৃপা পাওয়ার জন্যে ভক্তমানুষের স্পষ্ট বিশ্বাস সাধু-সাধ্বীর উপর থাকতে হয়। নিজেও ধার্মিক ও প্রার্থনাশীল মানুষ হতে হয়, তাতে সাধু-সাধ্বীর কাছে উদ্দেশ্য নিবেদন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হবে, আনন্দ উপলব্ধি হবে। মণ্ডলীতে অনেক সাধু-সাধ্বী রয়েছেন, যেমন-সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, সাধু আন্তনী, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, প্রেরিতশিষ্যগণ ও সাধু পল এবং আরো অনেক সন্যাসী সাধু-সাধ্বী, যাদের কাছে ভক্তমানুষ একটু বেশি প্রার্থনা করে, নানান জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়ার আশায় তপস্যা/মানত করে। তারা কিন্তু ভক্তমানুষের চাওয়া পূর্ণ করে। এটা মনে রাখা জরুরী যে, ধন্যা কুমারী মারীয়াকে সাধ্বী বলে মণ্ডলী ভাবে না, ডাকেও না, কারণ তিনি স্বয়ং যিশুখ্রিস্টের মা-জননী, অন্যদিকে সাধু যোসেফকে মণ্ডলীতে সাধু ডাকলেও তিনি কিন্তু মাতা মণ্ডলীর ধারক, রক্ষক, যিশুর পালক পিতা ও মণ্ডলীর পালক পিতা। সুতরাং তারা দু'জনই সকল সাধু-সাধ্বীর উর্ধ্বে, তারাও পুণ্যজন। মণ্ডলী গির্জা নির্মাণ করে পুণ্যজনের নামে নামকরণ করেছে, অভ্যন্তরে তাদের স্বারক মূর্তি/ছবি বসিয়েছে, আবার প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে তাদের স্বারক মূর্তি/ছবি উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। নির্মিত গ্রটোর পাদদেশে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। ভক্তরা সেখানে মালা প্রার্থনা ও আরাধনা প্রার্থনা করে। স্মরণ করতে হবে, প্রত্যেক সাধু-সাধ্বীই মানবজাতির আত্মিক প্রয়োজনের জন্যেই প্রেরিত হয়েছে। সেই বিশ্বাস অটুট রেখে ভক্তমানুষ নিজের অভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষা, মানত শুদ্ধ চিত্তে নিবেদন করে যে, সাধু বা সাধ্বী ভক্তমানুষকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবে না। তাদের কৃপা-অনুগ্রহ লাভের আশায় ভক্তমানুষকে প্রার্থনায়রত থেকে অপেক্ষায় সময় কাটাতে হয়, নিশ্চয় একসময় তাদের কর্তৃক প্রদত্ত কৃপা-অনুগ্রহ লভ্য হবেই হবে। ঐশকৃপা লাভের জন্যে সাধু-সাধ্বীকে শর্ত দেয়া যায় না বা প্রতিজ্ঞা দেয়ার মনোভাব বর্জন করতে হয়, কারণ সাধু-সাধ্বীরা মানুষের শর্ত পূরণের জন্যে ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের মধ্যে প্রেরিত হন না। শর্তহীন ভাবনায়, ছলনামুক্ত মনে কোন কিছু প্রার্থনা ও চাওয়াই খ্রিস্টবিশ্বাসীর আচরণ, সুতরাং যা নিজের আত্মিক প্রয়োজন, সেটিই হবে প্রার্থনার ও মানতের বিষয়, তাহলে তারাও ভক্তমানুষকে শর্তহীনভাবে স্বর্গীয় ঐশপ্রসাদ-কৃপা-আশিষ প্রদান করবেন।

মাতা মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীদের মাণ্ডলিক বিধানের নির্দেশে প্রদত্ত উপাধি এক নয়। কাথ লিক পঞ্জিকায় নামের সঙ্গে যে উপাধি লেখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ তাদের জীবনকর্ম ক্ষণে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে সত্য স্বীকারের ফল, যেমন:- সাধু, ধর্মশহীদ, সাক্ষ্যমর, আচার্য, প্রেরিতশিষ্য, চিরকুমারী ইত্যাদি। এ উপাধিগুলো তাদের খ্রিস্টে উৎসর্গের প্রমাণিত দলিল। এ দলিলে তাদের জীবন উৎসর্গের কঠিন প্রতিজ্ঞার নিগূঢ়সত্তা বিদ্যমান। প্রত্যেকের জীবন নিবেদন অবস্থা পড়লে বা পর্যালোচনা করে দেখলে বোধগম্য হবে, কোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে পবিত্রতা রক্ষায় সক্ষম হয়ে মাতামণ্ডলীতে পুণ্য ব্যক্তিতে ভূষিত হয়েছেন। একটি কথা, তারা কিন্তু অদূরভবিষ্যতে মানুষের মধ্যে পবিত্র বা সাধু বলে আখ্যায়িত হবেন, পুণ্য উপাধি পাবেন, জগতবাসীর শ্রদ্ধাপাত্র হবেন, বছরজুড়ে স্মরণ করা হবে, এ ধরণের কোন প্রত্যাশা ছিল না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তিগত কঠিন ধ্যান-তপস্যায়, যিশুর মানবীয় জীবনে প্রবেশ করা এবং কঠিন সাধনায় যিশুকে মূর্ত করে তোলা, মানুষকে আধ্যাত্মিক মানুষ হওয়ার পথ দেখানো। সেই সঙ্গে খ্রিস্টের জন্ম, ঐশবাণী প্রচারকর্ম, যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান ধারন করা এবং জীবিতকালে খ্রিস্টকে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিতে দ্বিধামুক্ত প্রত্যয়ী থাকা।

মাতামণ্ডলী উপাসনিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তদের সাথে সমুদয় সাধু-সাধ্বীদের আত্মিক মিলন ঘটবার জন্যে "পহেলা নভেম্বর" বহাল রেখেছে। তাই নভেম্বর মাস-দিন তারিখ সমুদয় সাধু-সাধ্বীদের পর্ব দিবস বলে পরিচিত। এই 'নিখিল সাধু-সাধ্বীর পর্বদিবস প্রথম পালিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে'। এ প্রসঙ্গে পুণ্য উপাসনা পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। মণ্ডলী, পুণ্য উপাসনায় তাদের নামে উপাসনিক প্রার্থনা, ঐশবাণী পাঠ, সর্বজনীন প্রার্থনা ও সঙ্গীত এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের ব্যবস্থা রেখেছে। তারা উপাসনিক ক্রিয়ায় অদৃশ্য অবয়বে উপস্থিত। স্বর্গীয় কৃপা-আশিষ প্রদান করেন। ঐ দিন খ্রিস্টভক্তরা খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে মিলিত হন। সেদিন ভক্তমানুষ, নিজ নামিয় সাধু-সাধ্বীকে অন্তর থেকে ডাকবার সুযোগ পায়, প্রার্থনায়

আহ্বান করে, যেন সে বা তিনি দৃষ্টির অগোচরে শুভ্র আবরণে নেমে আসে এবং স্বর্গীয় আশিষে ধন্য করেন। সচরাচর খ্রিস্টভক্তরা বছরজুড়ে তাদের/তার নাম বেশীর সময়ই স্মরণ করে না, কিন্তু সমস্যার সম্মুখীন হলে ডাকতে গিয়ে অন্য সমস্যায় পড়ে যে, নিজের নামের সাধু/সাধ্বীর নাম কি? স্মরণে আসেই না দীক্ষাস্নানের দিনে কোন সাধু/সাধ্বীর নাম রাখা হয়েছিল। মাত্র জানা থাকে ডাক নাম, জন্ম তারিখ, কিছুটা দীক্ষাস্নানের তারিখ, ইদানিং কালে এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সত্যিই, কত অবহেলায় রাখি নিজের সাধু/সাধ্বীকে এবং দীক্ষাস্নানের তারিখও ভুলে থাকি, যা মোটেও শোভনীয় নয়। জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী ইত্যাদি স্বজনদের নিয়ে ধুমধাম আয়োজনে পালন করি, সেভাবে নিজ সাধু/সাধ্বীর নামের পর্ব দিবসও পালন করলে ভাল হয়। সেদিন তার কৃপাশিষ প্রাপ্ত হয়, কেননা তিনি পবিত্র সাধু। তাই ঐদিন উপাসনায় স্মরণ করা হলে, তাকে স্বর্গীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়, সাধু/সাধ্বীর সাথে আত্মিক সম্পর্ক গভীর হয় এবং নাম রাখাও সার্থক হয়।

মণ্ডলীর দৃঢ়বিশ্বাস সাধু-সাধ্বীরা খ্রিস্টভক্তদের সংস্পর্শে এসে পাশে উপস্থিত হন, সর্ব সময়ই সহায়ক হয়ে, ভক্তমানুষকে ঘিরে রাখেন। কিন্তু খ্রিস্টভক্ত কেন জানি তাদের সংস্পর্শে যেতে প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু ভক্তমানুষের স্পষ্ট সচেতনতা থাকতে হবে যে, সে বা তারা ভক্তমানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি। তারা ভক্তমানুষকে সত্য পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেন। তারা খ্রিস্টভক্তকে পবিত্র থাকার খ্রিস্টীয় প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, উপবাস ও পাপস্বীকারের চৈতন্য দেয় ও দৈনন্দিন খ্রিস্টীয় উপাসনায় খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের গভীর উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস ও চেতনা এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার গুরুত্বের উপলব্ধি দেয়। অলক্ষ্যে তারা শিক্ষা দেয়, কিভাবে যিশুকে আগমনকালে অভ্যর্থনা জানাতে হয় এবং কিভাবে প্রায়শ্চিত্তকালে যিশুকে নিয়ে উপবাস করে শয়তানকে পরাজিত করা সম্ভব হয়। তাই তারা প্রতিনিয়তই খ্রিস্টভক্তকে মাণ্ডলিক বিশ্বাস চর্চা এবং খ্রিস্টীয় পরিবারে 'খ্রিস্টান' হয়ে বসবাস করার প্রেরণা দেয়। সাধু-সাধ্বীরা ভক্তমানুষকে ঈশ্বরমুখী হয়ে থাকার সব পথ দেখায়, দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, যাতে ধর্মবিশ্বাস চর্চা ক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত না হয়। খ্রিস্টভক্ত মানুষ ধর্মবিশ্বাস বিমুখ না হয়। তবে সাধু-সাধ্বীদের মতই জৈবিক বিলাসীতা ত্যাগ করে, কঠিন তপস্যায় ঐশরিক পুণ্যতা অর্জনে নিমগ্ন হয়।

সংক্ষিপ্ত বিবরণে মন্তব্য করা হয়েছে, মাণ্ডলিক ও খ্রিস্টীয় সামাজিক জীবন যাত্রায় সাধু-সাধ্বীদের উপস্থিতি অফুরন্ত। একজন ভক্তমানুষের খ্রিস্টবিশ্বাস চর্চার মধ্যে সাধু-সাধ্বীরা ওতপ্রোতভাবেই যুক্ত, একথা সর্বজনগ্রাহ্য। মাণ্ডলিক বিশ্বাস তীর্থযাত্রায় সাধু-সাধ্বীরা অদৃশ্য সঙ্গী হন। মাণ্ডলিক সংস্কারীয় জীবন ফলশালী করার ক্ষেত্রে তারা সমর্থন দেন। দৈনন্দিন খ্রিস্টীয় ভাবাচরণ, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনযাত্রায় তাদের ঐশসহায়তা পাওয়া প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের কাছে আবশ্যকতা রয়েছে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, তারাই খ্রিস্টভক্তের সুনিশ্চিত অবলম্বন, তারা মানুষের আত্মাকে শয়তানের ছলনা মুক্ত করেন। সুতরাং খ্রিস্টভক্ত ব্যক্তিগতভাবে হোক বা মাণ্ডলিকভাবেই হোক তার স্মরণাপন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়, কারণ তারা সকল খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা বিধানে সদাই সক্রিয়। তাই সাধু-সাধ্বীর নাম ও জীবনী স্মরণ করে, তাঁর নিকট তাঁদের সকল প্রয়োজন প্রার্থনায় প্রকাশ করার মনোভাব ভক্তমানুষের মধ্যে নিত্যই জাগ্রত থাকতে হবে এই নভেম্বর মাসে। দিবসটি সাড়ম্বরে পালন হয় না, যে টুকু হয়, তাও ঢিলেঢালা আয়োজনে। যা হোক, মাণ্ডলিক বিশ্বাস চর্চার ক্ষেত্রে সাধু-সাধ্বীদের উপস্থিতি ও ভূমিকা উপলব্ধি করার আবশ্যকতা রয়েছে॥

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 01/21)

৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ২৫/১১/২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সময়: দুপুর-০২:৩০ মিনিট

স্থান: দোম আন্তনীও পালকীয় সেবা কেন্দ্র (পুরাতন সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ) নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, দুপুর-০২:৩০ মিনিট দোম আন্তনীও পালকীয় সেবা কেন্দ্র (পুরাতন সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর) প্রাঙ্গণে সমিতির ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম দুপর ১২ টা হতে ০২:০০ টা পর্যন্ত চলবে, **দুপুর ০২:০০ টার পর রেজিষ্ট্রেশন, লটারী এবং কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে।** সকল সদস্য/সদস্যাদেরকে নিজ নিজ পাশবহি/সমিতির আইডি কার্ড ও বিজ্ঞপ্তি সঙ্গে নিয়ে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

ফিলিপ গমেজ
চেয়ারম্যান
এনসিসিসিইউএল।

টুটুল পিটার রড্রিক্স
সেক্রেটারী
এনসিসিসিইউএল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১, (২০০২ খ্রিস্টাব্দ ও ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ সংশোধিত) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা সমিতিতে শেয়ার খেলাপী/ ঋণ খেলাপী / অন্যান্য খেলাপী/বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত থাকলে উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে যারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের প্রত্যেককে কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/৩২১/২২

আমাদের সাক্ষ্যমরগণ কোথায়

ফাদার জর্জ আন্তনী গমেজ

ভূমিকা: আমাদের সাক্ষ্যমরগণ কোথায়? এ প্রশ্নটা বেশ কয়েক বছর যাবত আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে যে, আমাদের তো সাক্ষ্যমরগণ আছেন, কিন্তু তাঁরা কোথায়? তাঁদের বিষয়ে সার্বিকভাবে আমরা কতটা জানি? আমার এ ক্ষুদ্র লেখায় আমি চেষ্টা করব আমার কৌতুহল মেটাতে মেটাতে একটা প্রশ্ন তুলে ধরার। শুরুতেই আমি আমার দীনতাস্বীকার করে নিচ্ছি যে এটা কোন গবেষণাধর্মী লেখা নয়। তাই তথ্য উপাত্ত পরিবেশনা সম্পূর্ণ সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত নাও হতে পারে কেননা এটা আমার প্রথম প্রয়াস। তাই লেখাটি লেখার জন্য আমি পর্যাপ্ত সময় দিতে পারিনি। তবুও মনে করি কিছু একটা শুরু করা ভাল, পরবর্তীতে হয়তো এ লেখাটাই সময় নিয়ে গবেষণা করে আরও সঠিক ও পাকাপোক্ত করা যাবে।

আমার কৌতুহলের কারণ: কোলকাতার সেন্ট পল মাল্টিমিডিয়া আউটলেট থেকে একটা বই কিনেছিলাম। বইটি ছিল ইংরেজীতে যার নাম এশিয়ান সেন্টস্। সেখানে দেখেছি ভারতীয় সাধু-সাধ্বীদের কথা লেখা আছে, ভিয়েতনামের সাক্ষ্যমর ও সাধুদের কথা লেখা আছে, খ্রিস্ট বিশ্বাসের বয়স বিবেচনায় আমাদের চেয়ে নবীন কোরিয়ার সাক্ষ্যমর ও সাধুদের কথা লেখা আছে, জাপানের সাক্ষ্যমর ও সাধুদের কথা লেখা আছে, ফিলিপাইনের সাধু লরেন্স রুইস এর কথা লেখা আছে, থাইল্যান্ডের সাক্ষ্যমরদের কথা উল্লেখ আছে, এমন কি আমাদের প্রতিবেশি দেশ মায়ানমারের সাক্ষ্যমরদের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু বাংলাদেশের বিষয়ে সেখানে কোন উল্লেখ ছিল না এতে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম যদিও এ বিষয়ে আমার জ্ঞান অনেক সীমিত ছিল। তখন শুধু আমি জানতাম যে মোঘল আমলে হুগলী ম্যাসাকারের সময় ঢাকাতেও খ্রিস্টানগণ বিশেষ করে কাথলিক বিশ্বাসীগণ আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই সময় তেজগাঁওতে একজন জার্মান মিশনারী ব্রাদারের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল এবং তিনি সহ আরও বেশ কয়েক জন সাক্ষ্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

কৌতুহলের ধারাবাহিকতায় বাস্তব অভিজ্ঞতা: আমার জীবনের বাস্তবতায় আমি চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছি। আমি অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিয়াং-এ হলিক্রস ব্রাদারদের বাড়ীতে থেকে মরিয়ম আশ্রম হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। সেখানে আমি জানতে পেরেছি আমাদের স্কুলের পাশে যে পাহাড়টি রয়েছে তার ঐ পারে রয়েছে পুরাতন কবরস্থান যাকে অ-খ্রিস্টানগণ বলে থাকেন খ্রিস্টান কবরস্থান। একদিন আমি খ্রিস্টান পাড়ার ভিতর যাওয়া রাস্তা ধরে সেখানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে পৌঁছে আমি অবাক হলাম এবং বুঝতে পারলাম পুরাতন কবরস্থান আসলেই পুরাতন কবরস্থান; সেখানে মানুষ ও গরু-ছাগল অবাধে প্রবেশ করতে পারে এবং এর একটা দিকে বাঁশ ঝাড়ের কারণে ঝোপ-জঙ্গলে ভরে আছে। সেই কবরস্থান সম্বন্ধে আমি খুব একটা জানতাম না এবং জনশ্রুতি থেকে জানতে পারলাম যে, সেখানে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন ছয় শতাধিক ধর্ম-শহীদ খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ। অবশ্য পরে আমি সেখানে থাকতে থাকতে সেই কবরস্থানের অন্যরূপ দেখেছি অর্থাৎ চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রার ৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেই কবরস্থানের প্রভূত উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছ; এখন সেখানে তিন দিকে সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়েছে এবং প্রবেশের জন্য একটি গেটও রয়েছে। এখন সেখানে সত্যিকারের খ্রিস্টান কবরস্থানের পরিবেশ পাওয়া যায়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস মহোদয় আমাকে চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল প্যারিসের একজন সহকারী পালপুরোহিত হিসাবে নিয়োগ দেন। ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসকে আমরা বিশেষ প্রেরণ মাস হিসাবে পালন করেছি। এই মাসে প্যারিস কিছু কর্মসূচী নিয়েছিল তার মধ্যে একটি কর্মসূচী ছিল প্যারিসের প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি ও প্যারিস কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে দিয়াং-এ তীর্থযাত্রা ও সেখানকার প্যারিস হলে দিনব্যাপী অনুপ্রেরণামূলক সেমিনার করা। সেই সময় যেহেতু আমার হাতে অনেক কিছু করার ছিল তাই আমি প্রস্তাব করেছিলাম যেন পুরো দলটাই খ্রিস্টান কবরস্থানে যায় এবং সেখানে প্রার্থনা করে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই প্রার্থনা পরিচালনা করার জন্য ও কবরস্থানের সর্বত্র পবিত্র জল সিঞ্চন করার জন্য। তার আগে একটি কথা বলা সমীচীন যে, শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস মহোদয় সেই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখকে মহাধর্মপ্রদেশের সাক্ষ্যমরগণের স্মরণে সাক্ষ্যমর দিবস ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণা অনুসারে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে উক্ত দিবসটি যথাযথভাবে পালন করা হয়। সেই বিশেষ খ্রিস্টযাগে আমি সহার্পণ করেছিলাম এবং সেই বিশেষ দিন উপলক্ষে আমি আবেগ তাড়িত হয়ে সাক্ষ্যমরগণকে স্মরণ করে একটি গান রচনা করেছিলাম। আপনারা অবগত আছেন যে, চট্টগ্রামে অনেক ভাল ভাল গীতিকার ও সুরকার রয়েছেন; এই কারণে আমি আমার গানটি সামনে আনতে সাহস করিনি কিন্তু আমি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর সুযোগটি হাতছাড়া করিনি সেই দিন কবরস্থানে প্রার্থনা পরিচালনার সময় আমার গানটি কবিতা আকারে পাঠ করেছিলাম এবং উপস্থিত সকলে সেটি শ্রবণ করেছিল। উক্ত গানটি এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি:

আমাদের সাক্ষ্যমর
তোমরা ভাস্বর
নমি নমি নমি নমি তোমাদের
স্বরি স্বরি স্বরি স্বরি তোমাদের
তোমরা অমর তোমরা অমর।।
খ্রিস্টবাণী প্রচারিতে
খ্রিস্ট বিশ্বাস রক্ষিতে
খ্রিস্ট সাক্ষ্যদানে তোমরা অগ্রগামী
পথ প্রদর্শক।।
তোমরা যোগাও শক্তি সাহস
অভয় ধমনীতে
তোমাদের মত আমরাও যেন পারি
যিশুর জন্য মরিতে
হে প্রেরণাদায়ক।।
শ্রদ্ধায় অবনত
আমাদের মস্তক
ধর্মের জন্য যিশুর জন্য
তোমাদের প্রাণদান
হয়েছে সার্থক।।
নমি নমি নমি নমি তোমাদের
স্বরি স্বরি স্বরি স্বরি তোমাদের
তোমরা অমর তোমরা অমর।

প্রস্তাবনা ও উপসংহার: চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ন্যায় সারা বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আমাদের সাক্ষ্যমরগণকে স্মরণ করে একটি দিবস নির্ধারণপূর্বক সেই দিবসটি যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পালন করা যেতে পারে। সিস্টার মেরী সুয়েবা এমসি সহ বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের যাজক, ধর্মব্রতী-ব্রতিনী ও সাধারণ ভক্ত বিশ্বাসী যাদেরকে আমরা মনে করি যে তাঁরা ধর্ম বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বা খ্রিস্টান হওয়ার জন্য তাদেরকে প্রাণ দিতে হয়েছে, তাদেরকে খুঁজে বের করে তাদের বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরা সর্বোপরি আমার এই লেখায় যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বিষয় নিবিড় ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করে তাদেরকে সর্বজনীন মণ্ডলীতে উপস্থাপন করে তাদের জন্য মাণ্ডলিকভাবে সাক্ষ্যমরের স্বীকৃতি এনে দেওয়া। আমরা যদি তা করতে সক্ষম হই আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলী গৌরবান্বিত হবে এবং বিশ্বের কাছে আরও সমাদৃত হবে। অন্যদিকে আমাদের ৫০০ বছরেরও অধিক সময়ের বিশ্বাসের ভিত্তি আরও মজবুত হবে ও দৃঢ়তা পাবে। আমাদের সকলের প্রচেষ্টা হোক এ বিষয়ে আমরা যা জানি ও উপলব্ধি করি তা সকলে কাছে সহভাগিতা করা। মনে করি এতে আমাদের সাক্ষ্যমরগণের আত্মা শান্তি পাবে ও আমরা নিজেরা তাদের মত সাহসী ও ধর্মবিশ্বাস রক্ষায় অকুতোভয় সেনানী ও নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠতে পারব॥

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

নিবন্ধন নম্বরঃ ২০৫১, তারিখঃ ১২-০৬-২০১২ খ্রিস্টাব্দ

সূত্র নং: মক্ষুব্যসসলি/ট্রেজারার/০৭/২০২২-২০২৩ তারিখ: ২৬ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ॥

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গাজীপুরের কালীগঞ্জে অবস্থিত একটি ব্যতিক্রমধর্মী সমবায় সমিতি। সমিতির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কেএসবি প্রকল্প এলাকার জনগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কেএসবি প্রকল্পের অধীনে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে। যোগ্যতা সম্পন্ন ও আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আবেদন করার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	প্রকল্প	দায়িত্ব, যোগ্যতা ও সুবিধা সমূহ
০১	**বেকারী ম্যান**	০১টি	কেএসবি বেকারি	দায়িত্ব : মান সম্মত বেকারী পণ্য যেমন পাউরুটি, বান, কেক, বিস্কেট, কুকিজ ইত্যাদি তৈরীতে অভিজ্ঞ। উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কাজে সরাসরি অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগ্যতা : এসএসসি পাশ। অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য। সুবিধা সমূহ : বেতন আলোচোনা সাপেক্ষে। অন্যান্য সুবিধা সমিতির নিয়ম অনুযায়ী।
০২	**অফিসার - ভূমি**	০১টি	কেএসবি ভূমি	দয়িত্ব : জমির কাগজ পত্র যাচাই-বাছাই, সঠিক ভাবে সংরক্ষণ, ভূমি অফিসে যোগাযোগ, দলিল লেখা ও সম্পাদনে সহযোগিতা, ভূমি রেজিষ্ট্রেশন কাজ, ভূমি পরিমাপ ইত্যাদি। যোগ্যতা : স্নাতক ডিগ্রি। জমির কাগজপত্র সংক্রান্ত ধারণা থাকতে হবে এবং কম্পিউটারে এমএসওয়ার্ড এবং এক্সসেল-এর কাজ জানতে হবে। বাংলা টাইপিং-এর দক্ষ হতে হবে। সুবিধা সমূহ ঃ বেতন সমিতির গ্রেড 'বি' স্কেল অনুযায়ী এবং সমিতির অন্যান্য সুবিধা সমূহ।
০৩	**ক্লিনার**	০১টি	কেএসবি বেকারি	দয়িত্ব : বেকারী কারখানা পরিষ্কার রাখা। কাজের পর সকল সরঞ্জাম পরিষ্কার করা। বেকারী ম্যানকে কাজে সহায়তা করা। যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার। সুবিধা সমূহ : বেতন সমিতির গ্রেড 'এ' স্কেল অনুযায়ী এবং সমিতির অন্যান্য সুবিধা সমূহ।
০৪	**বিক্রয়কর্মী**	০৪টি	কেএসবি প্রকল্প	দয়িত্ব : কেএসবি বিপনন কেন্দ্রে কাস্টমারদের নিকট পণ্য বিক্রয়, পণ্য সামগ্রী সাজিয়ে রাখা, পণ্য বিক্রি করে রশিদ প্রদান করা, কাস্টমারদের অভিযোগে সাড়া প্রদান, পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের ধারণা দেয়া। যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার। সুবিধা সমূহ : বেতন সমিতির গ্রেড 'বি' স্কেল অনুযায়ী এবং সমিতির অন্যান্য সুবিধা সমূহ।

শর্তাবলী:

১. অত্র সমিতির ট্রেজারার-এর বরাবর আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
২. আবেদনপত্র আগামী ০৪ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৫ টার মধ্যে অত্র সমিতির এইচআর বিভাগে জমা দিতে হবে।
৩. আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের ফটোকপি, অভিজ্ঞতা সনদের ফটোকপি,জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ০২ কপি রঙ্গিন ছবি জমা দিতে হবে।
৪. ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশ অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
৫. ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৬. উপরোক্ত পদগুলো চুক্তিভিত্তিক হবে।
৭. নিজ দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৮. কোন কারণ দর্শনো ব্যতিরেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত, বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ধন্যবাদান্তে,

উইলসন রিবেরু
ট্রেজারার, মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

অনুলিপি:
১. চেয়ারম্যান/ভাইস্-চেয়ারম্যান/জেনারেল সেক্রেটারি/জয়েন্ট সেক্রেটারি/বোর্ড-অব-ডিরেক্টরস্ ২. সকল উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ
৩. এইচআর বিভাগ ৪. অফিস ফাইল ৫. সমিতির নোটিশ বোর্ড

বিজ্ঞ/০২৮/২২

মৃতলোকের পর্ব স্মরণে

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

''সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন''
- (গীতাবলী : ১১৫৫)।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,''মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই''। সকল ধর্মের বিশ্বাস মতে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন ও পূর্বপুরুষদের জন্য বছরের একটি দিন বিশেষ প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার করা হয়। আমাদের সকল ধর্মের বিশ্বাস যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যারা এ সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের রুহ বা আত্মা যেন অনন্ত শান্তি লাভ করতে পারে বা স্বর্গবাসী হন। আমরা যারা এ জগতে আছি, আমরা যেন ভাল ও সৎ ভাবে জীবন যাপন করি।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা প্রতি বছর ২ নভেম্বর মৃতলোকদের পর্ব দিবস পালন করে থাকে। এ দিনে চার্চে এবং কোথায়ও কোথায়ও কবরস্থানে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। মৃত প্রিয় কাছের বা দূরের আত্মীয় স্বজন ও মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মঙ্গল ও শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ দিন ফুলে ফুলে ও প্রজ্বলিত মোমবাতিতে ভরে ওঠে সকল সমাধিস্থান। মৃত্যু হল মানুষের এই পার্থিব যাত্রার শেষ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনন্ত জীবনে প্রবেশ। ঈশ্বর ভালবেসে মানুষকে জীবন দিয়েছেন। মানুষের জন্য তাঁর ইচ্ছা এই যে, পৃথিবীতে ঐশ পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করে মানুষ যেন নিজের জীবনের চরম লক্ষ্য নিজেই স্থির করে। তারপর আমাদের পার্থিব জীবনের যাত্রা যখন শেষ হয় তখন আমারা যেন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে স্থান পেতে পারি। কেননা খ্রিস্ট বিশ্বাস মতে মৃত্যুর পর কোন পুনর্জন্ম নেই, আছে পুনরুত্থান। এজন্যই খ্রিস্টমণ্ডলী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে আমাদের প্রতিনিয়ত আহ্বান জানায়, যাতে খ্রিস্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণে আমরা তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার হতে পারি। যিশু বলেছেন,''আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস রাখে এবং আমার দেহ ও রক্ত ভোজন ও পান করে শেষ-দিনে আমি তাকে পুনর্জীবিত করে তুলব।'' আমরা খ্রিস্টান হিসাবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও আশা করি যে, খ্রিস্ট যেমন মৃত্যুর পর প্রকৃত অর্থে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং অনন্তকাল জীবিত থাকবেন তেমনি আমরাও খ্রিস্টের মতোই, তাঁরই সঙ্গে ও তাঁরই মাধ্যমে পুনরুত্থিত হব। তাই মৃতলোকের পর্বদিনে আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসে বিশ্বাসী আমরা সকলে মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং তাদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করি। সর্বোপরি তাদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করি, বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করি, যাতে তারা শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অনন্তধামে সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।

খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে যে, তারা মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সকল মৃত ব্যক্তিকে ২ নভেম্বর স্মরণ করেন এবং তাদের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন, যেন তারা সম্পূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। কাথ লিক মণ্ডলীর বিশ্বাস হল মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার বিচার হয়। ন্যায়নিষ্ঠ এবং পাপমুক্তগণ স্বর্গে প্রবেশ করেন এবং অনন্ত বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করেন। কিন্তু যারা পাপ করে অনুশোচনা না করে বা পাপের ক্ষমা না পেয়ে মারা গেছেন তারা নরকে প্রবেশ করেন।

নশ্বর এ পৃথিবীতে আমাদের জন্ম, আমাদের অস্তিত্ব যেমন সত্য মৃত্যুও তেমনি একটি সত্য। অনন্ত জীবন আমাদের এই মানুষেরই জন্য। কেননা এই পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই তাদের জীবন-মৃত্যু, অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করার সামর্থ্য রয়েছে আর রয়েছে সত্যকে উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান। কিন্তু অন্য জীবের ক্ষেত্রে তা নেই। যদিও প্রতিটি জীবেরই আপন প্রাণের প্রতি মায়া রয়েছে, রয়েছে ভালবাসা। কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার কিংবা চেতনা, অবচেতন মনে কোনো কিছুর ভাবনা মানুষ ব্যতিত অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। তাই বলা হয়ে থাকে মানুষের চিন্তা সামর্থ্যই মানুষের জন্য অনেক দুঃখের কারণ। কেননা মানুষের চিন্তা করার সামর্থ্যই মানুষকে সবচেয়ে বেশি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে। আর যে বিষয় সমূহ মানুষকে প্রভাবিত করে তার একটি মৃত্যু চিন্তা। প্রত্যেকটি মানুষই কোন না কোন ভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আসলে মানুষের কাছে মৃত্যু চিরকালই রহস্যময়। যে জিনিস অজানা, যে জিনিস সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা নেই, সে জিনিস সম্পর্কে মানুষ বরাবরই ভীত এবং সে জিনিস নিয়েই মানুষ সবচেয়ে বেশি কৌতুহলী। অথচ আর সবকিছুর মতোই মৃত্যুও একটি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু মানুষের চিন্তার সক্ষমতা এ বিষয়টিকে করে তুলেছে আরো জাটিল এবং রহস্যময়। একেক জন একেক রকম ভাবে চিন্তা কল্পনায়, মৃত্যুকে একেক রকম ভাবে রূপ দান করে থাকেন। এই স্বাভাবিক মৃত্যুকেও আমরা মানুষেরা অস্বাভাবিক করে তুলি।

আব্রাহামিক ধর্মগুলো অনুসারে, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তার কৃতকার্য বা বিশ্বাস অনুসারে মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরকে যান অথবা মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত একটি মধ্যবর্তী অবস্থানে অপেক্ষা করেন'। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বর্গ হল ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পর পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত একটি অবস্থা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বর্গকে ঈশ্বরের সাথে চিরমিলনের অবস্থা হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে নরক হল পাপী ব্যক্তিদের শাস্তি এবং পীড়নের জন্য একটি অবস্থা। এটা চিরকালব্যাপী অথবা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাস্তির জায়গা যেখানে ব্যক্তিকে অন্যান্য পাপাত্মার এবং পতিত স্বর্গদূতদের সাথে বন্দিদশায় থাকতে হয়।

২ নভেম্বর বিশ্বের খ্রিস্টান সমাজ উপাসনায় ও প্রার্থনায় মিলিত হয়ে যারা যিশুর সঙ্গে যুক্ত থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি, বিশেষত আমাদের সকল মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করি, তাদের চলে যাওয়ায় আমাদের দুঃখে সান্ত্বনা পেতে এবং পরকালীন আনন্দের প্রত্যাশায় শক্তি লাভ করতে। মৃত ব্যক্তিরা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবীতে আমরা কেউ চিরস্থায়ী নই। এখানে আমরা একটা প্রবাসীর মত জীবন যাপন করছি। এই পার্থিব জগতের টাকা পয়সা, জমি-জমা, সৌন্দর্য কোন কিছুই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, যারা সৃষ্টিকর্তাকে জানে ও তাতে বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাদের জীবন অমরত্বে পূর্ণ। তাদের পুরস্কার তারা একদিন পাবেই। তাই এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর উন্নয়নে পরিশ্রম করার সাথে সাথে একথা মনে রাখতে হবে যে, অনন্ত জীবন লাভ করাই আমাদের চরম লক্ষ্য। একজন খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের বিশ্বাসকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখা অতি প্রয়োজন। এই চির জাগ্রত বিশ্বাসই অনেক সময় আমাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনে সান্ত্বনা ও প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। সৃষ্টিকর্তাকে শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে না। কেননা তিনি চান যেন আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে ভাল কাজ করি এবং মানবিক দুর্বলতাবশত কৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করি। আর সেই অনুসারেই ঈশ্বরের গৃহে আমাদের স্থান নির্ধারিত হবে। তাই পবিত্র বাইবেল বলে, "তোমরা বিচক্ষণ হও, কারণ তোমাদের এ জীবন যাচাই করা হবে।"

২ নভেম্বর আমাদের পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণদিবস পালন করি। আমরা আজ সৃষ্টিকর্তার চরণে বিশেষ প্রার্থনা নিবেদন করি, তারা যেন পাপের শেষ দাগটুকু থেকে মুক্ত হয়ে অবশেষে মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন॥

অবধারিত চিরসাথী মৃত্যু

সাগর কোড়াইয়া

কয়েকদিন যাবৎ মনে হচ্ছে মানুষ যদি একটি নির্দিষ্ট সময় পরে শরীরিকভাবে জরাজীর্ণতার দিকে আর গমন না করতো তাহলে কেমন হতো! যেমন ধরুণ সকল মানুষ চল্লিশ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। এরপর আর চামড়া কুঁচকানো, অসুস্থ হওয়ার মতো কিছুই হয় না। হঠাৎ একদিন মারা যায়। এক অর্থে আনন্দিত হওয়ার কথা আবার অন্যদিকে চিন্তার বিষয়ও। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একটা সৌন্দর্য আছে তা হারিয়ে যেতো হয়তোবা। সমাজে মধ্যবয়স্ক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বলে কোন অস্তিত্ব থাকতো না। মানুষের বয়োবৃদ্ধির চলমান প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়তো। মানুষের বয়স বাড়তো তবে চিন্তিত থাকতো মৃত্যুভয়ে। মানুষের শরীর আর মনোজগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যেতো।

অবধারিত চিরসাথী মৃত্যু আছে বলেই জীবনের একটি পরিসমাপ্তি আছে। সূচনা ও উপসংহারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে জীবনের অর্থ বের করে দেয় মৃত্যু নামক চিরসাথী। পৃথিবীতে যার জীবন আছে তার মৃত্যু অনিবার্য। তবে মৃত্যু মানে শেষ নয় বরং আরেকটি অবস্থায় উপস্থাপন। বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তির কোন ধ্বংস নেই। শক্তির রূপান্তর আছে। শক্তি এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় নিজেকে বদলে ফেলে। প্রকৃতির দিকে তাকালে সে সত্যটা আরো বেশি উপলব্ধি হয়। অণুকে ভাঙ্গলে পরমাণু আবার পরমাণুকে ভাঙ্গলে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাওয়া যায়। জীবনও ঠিক একই। জীবনের মধ্যে যে একটি শক্তি আছে তার তো ক্ষয় হতে পারে না। বরং মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সে শক্তি আরেকটি অনন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পার্থিব জীবনের লেনদেন সমাপ্ত করে অনন্ত অসীম এক চলমান প্রক্রিয়ায় প্রবেশের একমাত্র পথ হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু ছাড়া অনন্তে প্রবেশাধিকার নিষেধ।

কোথা থেকে আমি এসেছিলাম। মায়ের গর্ভে ভ্রূণাকারে আসার পূর্বে কেমন ছিলো আমার অবয়ব; সে চিন্তা ব্যক্তিবিশেষে জীবনের কোন না কোন সময়ে আসেই। আবার মৃত্যুর পর আমার অবস্থা কেমন হবে সে চিন্তায় বিভোর থাকাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। বছরের শেষান্তে স্কুল, অফিস-আদালত ছুটি কাটিয়ে আবার যেমন পুরোদ্দমে কাজ শুরু করে তেমনি এই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকাটা যেন ছুটি কাটানোর মতোই। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আরেকটি জীবনে নতুন করে শুরু করার মতোই। প্রযুক্তিবিদ স্টিভ জবস নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পূর্বে বলেন, "মৃত্যুই আমাদের সবার গন্তব্য। কেউ কখনো এটা থেকে পালাতে পারে নি এবং সেটাই হওয়া উচিত, কারণ মৃত্যুই সম্ভবত জীবনের অন্যতম বড় আবিষ্কার। এটা জীবনে পরিবর্তনের এজেন্ট। এটা পুরনোকে ঝেড়ে নতুনের জন্য জায়গা করে দেয়"।

এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য মাঝখানের দরজা অতিক্রম করে যেতে হয়। দরজা যদি না থাকতো তবে অন্য ঘরে যাওয়া ছিল অসম্ভব। এক ঘরেই সময় কাটাতে হতো। একঘেয়েমি লাগতো। অন্য ঘরের রূপ-সৌন্দর্য অভিজ্ঞতা করা যেতো না। মৃত্যুও যেন এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার দরজা। পার্থিব জীবন একটি ঘর আর পরজীবন আরেকটি ঘর আর মাঝখানের মৃত্যু নামক দরজা সবাইকে অতিবাহিত করতেই হবে। মৃত্যু পূর্ব ও মৃত্যু পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতায় ধর্মভেদে ভিন্নতা থাকলেও মৃত্যু কিন্তু প্রত্যেকটি ধর্মে একই। যুক্তি দিয়ে মৃত্যুকে কোনভাবেই পৃথক করা যায় না। মৃত্যুকে চাইলেও থামিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে ঔষধ সেবনে রোগ থেকে সুস্থ হওয়া সম্ভব কিন্তু এই নয় যে মৃত্যুর গতিরোধ করা যাবে।

মৃত্যুর ডাক যখন আসে তা সন্তর্পণেই আসে। নীরবে নিভৃতে অবধারিত চিরসাথী মৃত্যু আলিঙ্গণ করবেই। বাংলা চলচিত্রের খলনায়ক হুমায়ূন ফরিদীর মৃত্যু নিয়ে কথাটি অত্যন্ত সুন্দর, "মৃত্যুর মতো এতো স্নিগ্ধ, এতো গভীর সুন্দর আর কিছু নেই। কারণ মৃত্যু অনিবার্য। তুমি যখন জন্মেছ তোমাকে মরতেই হবে। এটা যদি তোমার মাথায় থাকে তুমি পাপ করতে পারবে না। যেটা অনিবার্য তাকে ভালবাসাটাই শ্রেয়। তাকে যদি ভয় পাও সেটা এক ধরণের মূর্খতা। কারণ তুমি জ্ঞানী, তুমি শিক্ষিত, তুমি মৃত্যুকে কেন ভয় পাবে। মৃত্যুকে আলিঙ্গণ কর, গ্রহণ কর, বরণ করে নাও। তাহলেই দেখবে জীবন অনেক সুন্দর"।

মৃত্যু প্রতিনিয়ত মানুষের ছায়াসঙ্গী হয়ে পথ চলছে। চিরসাথীর মতো মৃত্যু অদৃশ্যভাবে জাপটে আছে মানুষের জীবনকে। মানুষ জানে তাকে মরতে হবে। তবু মৃত্যুকে দূর করে দিতে চায়। ভয় পায় জন্মাবধিকাল পর্যন্ত। যে কোন সময় মৃত্যু এসে অতিথির মতো আতিথিয়তা গ্রহণ করতে পারে। তাহলে কিসের মৃত্যুভয়! মৃত্যুকে জয় করার প্রচেষ্টা জীবনভর করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুকে ভয় পাননি। তিনি জানতেন তাঁর মৃত্যু সমন্ধে। নিজের মৃত্যু বিষয়ে বলেছেনও একাধিকবার। ভয়াবহ ক্রুশীয় মৃত্যুকে নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে গিয়েছেন কালভেরীর পথে। চিরসাথীর মতো মৃত্যু তিন বছর যাবৎ যিশুর সাথে ছিলো। যিশু চাইলে মৃত্যুকে আলগোছে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের আনন্দে ভাসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বরং মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পুনরুত্থানের দ্বার উন্মোচন করেছেন।

কাথলিক মণ্ডলীতে নভেম্বর মাসের আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। সারা বছর যদিও পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণ করি তথাপি নভেম্বর মাস জীবতদের পরলোকগত ব্যক্তিদের আরো কাছে যাবার সুযোগ করে দেয়। নিজের মৃত্যুকে নিয়ে উপলব্ধি ও ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। কিন্তু যে মৃত্যু স্কন্ধের কাছে প্রতিনিয়ত শ্বাস ফেলছে সে মৃত্যুকেই পার্থিব শত ব্যস্ততায় ভুলে যাই। অনেকেই বলেন ভস্মবুধবার এবং পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবসে গির্জায় অনেক খ্রিস্টভক্তের সমাগম হয়। যারা সারা বছর গির্জায় আসে না তারাও এই দুটি দিনে গির্জায় আসে। এর কারণ হতে পারে মৃত্যুভয়। ভস্মবুধবারে কপালে ছাই মাখার মধ্যদিয়ে মৃত্যুর কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় আর পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবসে কবরস্থানে বসে মৃত্যু যে অবধারিত চিরসাথী তাই ভাবি। মৃত্যুকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা নয় বরং মৃত্যুকে জয় করে জয়শ্রী হয়ে ওঠাই হোক আমাদের প্রচেষ্টা॥

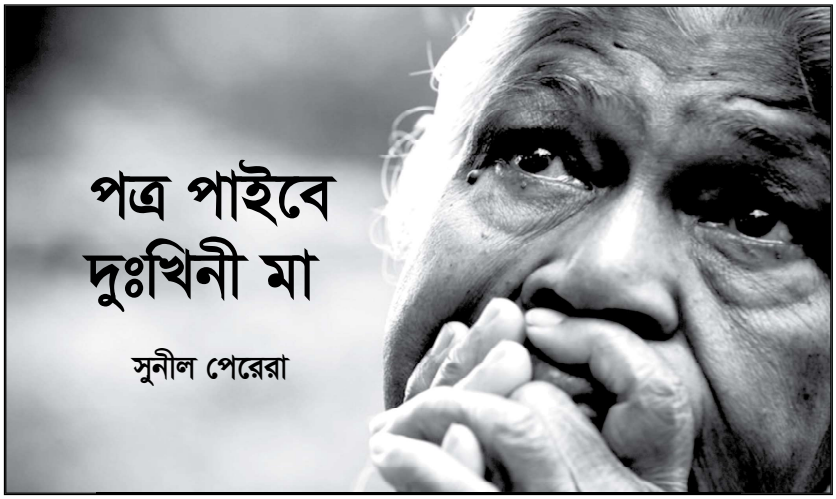

পত্র পাইবে দুঃখিনী মা

সুনীল পেরেরা

"মৃত্যু চিরন্তর সত্য। মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি, তবে জীবনের শেষ কথা নয়। মানব-খ্রিস্ট নিজেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। পরম জগতের প্রবেশদ্বার হলো মৃত্যু। জীবিত কোন মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু দু'টোই প্রবেশদ্বার। একটি দিয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং অন্যটি দিয়ে স্বর্গলোকে প্রবেশ করে। এর মধ্যবর্তী সময়টুকু তার জীবনকাল।"

উপরে উল্লেখিত কথাগুলো কিছুদিন আগে পত্রিকায় পড়েছিলাম। এখন বৃদ্ধাশ্রমে বসে বসে ভাবছি, কেন আগে থেকে জীবনকে নিয়ে ভবিনি। এখন ভাবছি একারণে যে, নদীর স্রোতের ন্যায় মানব জীবনেও পালাবদল হয়। দুই ভাইয়ে হিংসা করে কেউ তোমার দায়িত্ব নেইনি। ফলে তোমার অবস্থা হয়েছিল খেয়া-নৌকার মত। একবার ছোট ছেলে আবার বড় ছেলে। এর পরিণতিতে শেষমেষ তোমাকে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই প্রায় জোর করেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। লোকমুখে শুনেছি কী নিদারুণ কষ্টে তোমার মৃত্যু হয়েছে। আত্মীয়রা সবাই আমাকে ধিক্কার দিয়েছে 'কুপুত্র' বলে। দুর্ভাগ্য আমার, সে সময় আমি জেলে বন্দী ছিলাম। বিকেলে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলাম। ঠিক তখনই হুড়মুড় করে একটা মিছিল যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যেই দুই তিনটা বোমা ফাটল। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমি মাগো বলে রক্তাক্ত দেহে ফুটপাতে পড়ে গেলাম। পুলিশ এসে আমাকে সহ কয়েকজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। ছয়মাস পর জেল থেকে ফিরে এসে শোনলাম তুমি নেই। ভালোই হলো মা, তোমার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর সময় তোমার এ কুপুত্র সামনে ছিল না। জানি না তুমি আমাকে কতবার অভিশাপ দিয়েছ। তবে এ টুকু ভেবে সান্ত্বনা পাই যে, কোন মা তার সন্তানকে অভিশাপ দেয় না কখনো অন্তর থেকে। ছোট বেলায় কতবার দেখেছি, বাবা মারতে এলেই তুমি গিয়ে সামনে দাঁড়াতে। আমি তোমার আঁচল তলে লুকিয়ে থাকতাম ভয়ে। মা, এখন ভাবি পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান বুঝি মায়ের আঁচলতল। কিন্তু তোমার সন্তান হয়েও সেটা পরবর্তীতে আর অনুভব করিনি। সন্তান বেঁচে থাকতে যদি মা-বাবার বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হয় এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে?

জেলখানায় যে মার খেয়েছি তার উপর দেহের মধ্যে ঢুকে রয়েছে গ্রেনেডের অসংখ্য টুকরো। এই পঙ্গু জীবনে আর দাঁড়াতে পারিনি। অভাব অনটনে আমার সন্তানেরাও এখন তাদের বাবা-মায়ের উপর বিরক্ত। তারাও এখন আঙ্গুল তুলে আমাদের দোষারোপ করে। এক ছেলে তো বলেই ফেলেছে "তুমি তোমার মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়েছ, আমরাও তোমাকে সেখানেই পাঠাবো যেন তুমি তোমার মায়ের কষ্টটা উপলব্ধি করতে পারো যে, কত জঘণ্য অরাধ করেছ।" সত্যি সত্যি এক সময় আমাকে বৃদ্ধাশ্রমেই যেতে হয়েছে সন্তানদের চরম ঘৃণায় আর অবহেলায়। এখন ভাবি কবে মরণ হবে, কবে তোমার পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করব। বড় সাধ জাগে মা, তোমার আঁচলে আরেকবার মুখ লুকিয়ে একটু সান্ত্বনা পাই।

আমি জানি, তুমি অনন্ত সুখের অমরাতি রাজপুরীতে পরম সুখেই আছো। শত কষ্টেও তুমি প্রার্থনাশীল জীবন-যাপন করেছ। অন্যের বাড়িতে কাজ করে সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসতে ক্লান্তদেহে তারপরও একা একা কুপি বাতি জ্বালিয় প্রার্থনা করতে। আর আমরা রেডিওতে সাউন্ড বাড়িয়ে দিয়ে নাটক দেখতাম। এখন আমার সন্তানেরা প্রার্থনাই ভুলে গেছে টিভি, মোবাইলে আসক্ত হয়ে। মাগো, বিনিদ্র রজনীতে অন্ধকারে বারবার তোমার সেই কুপি জ্বালিয়ে প্রার্থনারত পবিত্র মুখাচ্ছবিটাই মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। তুমি তো মরে গিয়ে বেঁচে গিয়েছ। আর আমি বেঁচে থেকেও জীবন-মৃত হয়ে মৃত্যু-কষ্ট পাচ্ছি। তোমার মৃত্যুতে আমরা কেউ কাঁদিনি। মনে মনে ভেবেছি আপদ বিদায় হয়েছে। আমার মৃত্যুতেও কেউ কাঁদবে না বরং উল্লাস করবে এই ভেবে যে "এমন কসাই বাবা'র মৃত্যুই শ্রেয়।" ঈশ্বর তোমাকে তুলে নিয়েছেন আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যই। একবার বড়দিনে দু'টো শাড়ি কিনেছিলাম তোমার জন্য। বৌকে তো আগেই বেনারসী কিনে দিয়েছি। কিন্তু তোমার ঘরে পড়ার শাড়িটা রেখে দামী শাড়িটা আমার বউ নিয়ে গেল। তুমি মনে দুঃখ চেপে রেখে বলেছিলে "থাক, বৌমা যখন পছন্দ করেছে শাড়িটা।" তুমি বড়দিনে বাবার দেওয়া সেই পুরোনো শাড়িটা পড়েই বড়দিনের গির্জায় গিয়েছ। এমনি কত অবহেলা, কত নির্যাতন তুমি নীরবে সহ্য করেছ। এসব দেখে আমার মনেও কষ্ট কী লাগেনি? কিন্তু এমনই অপদার্থ আমি, এর প্রতিবাদ করতে পারিনি। কী বলব মা, তোমার সেই 'ছেলে-মানুষ' বৌমা ব্রেষ্ট ক্যানসারে সীমাহীন কষ্টভোগ করে অনাদরে, অবহেলায়, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছে। বিধির বিধান বড়ই কঠিন, বড়ই নির্মম। এ শাস্তি এড়িয়ে যাবার সাধ্য কারও নেই। কর্মফল বলে একটা নীতিবাক্য জগতে রয়েছে। আশ্রমে মর্মযন্ত্রণায় যে কষ্ট পাচ্ছি এর চেয়ে মৃত্যুই অনেক সুখের।

মা, আমি তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি অথচ যে দিন আমি বোমার আঘাতে আহত হয়েছিলাম, সেদিন তুমি কত কেঁদেছিলে শুনেছিলাম। পুলিশ তোমাকে গাড়ির কাছে আসতে দেয়নি। আমার অক্ষমতা, আমার স্ত্রীকে যথা সময়ে শাসন করতে পারিনি। তার বাবার অঢেল টাকা ছিল বলে আমাকে অনেকটা 'কেনা-জামাই' বানিয়ে রেখেছিল। তার সব অত্যাচার, অহংকার আমি সহ্য করেছি নীরবে। তোমাকে যখন নানাভাবে বিদ্রুপ, অপমান করত তখন কী আমি মনে কষ্ট পাইনি? বিশ্বাস করো মা, কতো রাত আমি গোপনে কেঁদে কেঁদে পার করেছি। কয়েকবার প্রতিবাদও করেছি ওর সংশোধনের জন্য। কিছু বলতে গেলেই বাপের বাড়িতে চলে যাবার ভয় দেখাতো। ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে থেকেছি। তখন সহ্য করেছি তোমার সেই কথাটি স্মরণ করে। তুমি বলতে "সয় জন বড়; কয় জন বড় না" এখন দিন রাত শুধু ভাবি কবে তোমার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। মা, তোমার এই কাঙ্গাল ছেলেটিকে কি একবার ক্ষমা করবে না? আমি বিশ্বাস করি মা-তো মা-ই।

ইতি তোমার
পাষন্ড সন্তান

কবরের টানে

তন্দ্রা পিরিচ

আজ বাড়িওয়ালা শোভনকে একটা চিঠি দিয়ে গেল পোষ্টম্যান সেটা নাকি দিয়ে গেছে। শোভন একটু অবাকই হল। আজকাল কি আর পোষ্টে কিছু আদান-প্রদান হয়? হঠাৎই মনে হলো গত সপ্তাহে একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে সে। মনে হয় সে সিলেক্ট হয়েছে। খুশি মনে চিঠিটা খাম থেকে খুলল সে। একটা লিস্ট জাতীয় কাগজ সেখানে টাইপ করে ১.২.৩ নাম্বার করে পর পর বেশ কিছু লিস্ট করা হয়েছে। সে মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করল।

প্রিয় শোভন,

আমার ভালোবাসা নিও। তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম তার কোনটিই তুমি পালন করনি। উল্টো আরও বেশ কিছু দায়িত্ব যোগ করে বসে আছো। আমি তোমাকে দুটোই মনে করিয়ে দিচ্ছি। যাবার আগে সব দায়িত্ব পালন করে আমার কাছে আসলে আমি খুব খুশি হব। তোমার কাছে অনেক কিছুই আশা করেছিলাম। আশাগুলো সব "কিন্তু" এর খাতায় নাম লিখিয়েছে। তোমার সুবিধার জন্য (ক) আমার প্রদত্ত দায়িত্ব (খ) তোমার যোগ করা দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছি। যথাশিঘ্র পালন করলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতেও পারে। এখনও দেরী হয়ে যায়নি। আমি সব সময় তোমার সহায় আছি, তুমি শুধু ইচ্ছে করে পালন কর।

(ক) আমার প্রদত্ত দায়িত্ব সমূহ:-
১. পিতা-মাতাকে সম্মান করা
২. বন্ধুদের/প্রতিবেশিদের সাথে সুসম্পর্ক
৩. ভাইবোনদের সাথে বিবাদে না জড়ানো
৪. স্ত্রীর মনোকষ্টের কারণ না হওয়া, ভালোবাসা
৫. সন্তানদের আদর্শবান পিতা হওয়া
৬. আত্মীয় পরিজনদের সাথে সুন্দর আচরণ করা
৭. জীবনে যে গুণ অর্জন করেছ তা সঠিক খাতে ব্যবহার করা
৮. নিজের কাছে সৎ থাকা
৯. ভালো ও আদর্শ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করা
১০. ঐশবাণী প্রচার করা

(খ) তোমার যোগ করা দায়িত্ব
১. ঋণখেলাপী হওয়া
২. অন্যের অশান্তির কারণ হওয়া
৩. নাম ও ক্ষমতার জন্য দুর্নীতি করা
৪. ঘুষ খাওয়া, অন্যের সম্পদ দখল করা
৫. কথা বা আশা দিয়ে তা না রাখা
৬. বন্ধুদের সাথে সময় ও অর্থ নষ্ট করা
৭. বিপদ দেখে এড়িয়ে যাওয়া
৮. স্ত্রীর অবাধ্য হয়ে তাকে অযথা দোষী তৈরীর চেষ্টা করা
৯. নিজের গুণ ও শ্রমের অপব্যবহার করা
১০. পাপ করেও নিজেকে পাপী মনে না করা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাবা শোভন, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তোমার ভালোর জন্য আমি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিলাম। এখন পর্যন্ত তুমি কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করোনি। আমি তোমাকে হারাতে চাইনা। তুমি আমার উত্তম মেষ হও। আমি হাত বাড়িয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। ইতি

তোমার পিতা পরমেশ্বর

বিশাল এক ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভাঙ্গলো শোভনের। সে গলগল করে ঘামছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও পাশে থাকা স্ত্রীকে ডাকতে পারছে না সে। অনেক রাত পর্যন্ত ঝগড়ার পর কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়েছে বেচারী। শোভন মদ খেলে তার সমস্যা। শুধু শুধু অশান্তি করে ঘর বাড়ি মাথায় তুলে ফেলে। এত ঘ্যান-ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। জীবনটা নষ্ট করে দিল ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়েছিল শোভন। অনেক দূরে চলে যাবে ভেবেছিল সে। এখন এক কদম দূরে থাকা মানুষটাকেই কত দূরে মনে হচ্ছে তার। একটু স্পর্শও করতে পারছে না। কি অসহায় লাগছে শোভনের।

সে কি মারা যাচ্ছে? নিঃশ্বাস ভারী হয়ে পড়ছে। চোখের পাতাটাও নাড়াতে পারছে না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সে মারা যাবার পর তার এই স্ত্রীকে সবাই টাকা ফেরত দেবার জন্য ঘিরে ধরেছে। সন্তান দুটো ভয়ে মায়ের কাপড় ঘেঁষে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। তার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু, যাদের সাথে সে সকল কষ্ট ভুলেছে মদ খেয়ে সেই বন্ধুরাও পাওনাদার সারির সবায় সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে- "আসার সব খেয়ে চলে গেল, এখন আমি চলব কি করে?" শোভন ভ্রু কুচকালো আমিই তোদের খাইয়ে এত এত ঋণের তলায় পড়েছি, এখন উল্টো কথা বলছিস, হারামজাদা!

শোভনের চোখদুটো ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। নিঃশ্বাস আরও ভারী হচ্ছে। এমন সময় একটা ভরসার নরম হাতের স্পর্শ পেলো শোভন। এই, কি হয়েছে তোমার, এমন করছ কেন? পানি খাবে?

স্ত্রীর স্পর্শে শোভন নড়াচড়া করতে পারল। উঠে পানি খেলো। তারপর স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। পল্লবী, আমায় ক্ষমা করে দাও। তোমার সাথে ইচ্ছা করে অনেক অবিচার করেছি। এখন আমি জানি আমার কি করণীয়। কে আমার আসল বন্ধু। আমার সন্তানদের একটু ডাক। ওদের একটু আদর করি। আজ আমি নতুন জীবন পেয়েছি। ভোর হয়ে এসেছে, চল আজ সবাই মিলে তোর মিশায় যাই। তারপর কবরস্থানে যাব। আমার সেখানে গিয়ে খুব কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

পল্লবী সন্তানদের জাগাতে গেছে। শোভন ভাবছে, চিঠি দিয়ে কেউ সতর্ক করে কার্যউদ্ধার করতে আসে না। আমি বড়ই ভাগ্যবান। আমার কাছে চিঠি এসেছে। আমি কবরে তো যাবই; শুদ্ধ হয়েই যাব। আর নয় উল্টো চিন্তা। একজন দায়িত্ববান পুরুষ হয়েই কবরে যাব॥

অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকী

"ও যে মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে
ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ
করে দে সবার"।

আমাদের সকল কাজে,
সকল প্রার্থনায়,
তুমি থাকবে চিরকাল।

পরিবারের পক্ষে,

সুপর্ণা এলিস গমেজ
পিউস রোজারিও
এবং
শঙ্খ লীলাস্মিত রোজারিও

হিউবার্ট গমেজ
জন্ম : ২৮.০৬.১৯৪৪
মৃত্যু : ২৬.১০.২০০৪

মালঞ্চ গমেজ
ডা : জেমস রবার্ট গমেজ, অপর্ণা এ্যানি গমেজ, উপাসনা রুথ গমেজ, ফ্র্যাঙ্কলিন হিউ গমেজ
সঞ্চয় চার্লস গমেজ, জ্যোতি গমেজ, মায়া গমেজ ও হৃদ গমেজ
ক-১১৬/১৯/২, দক্ষিণ মহাখালী, গুলশান ঢাকা-১২১২

বিজ্ঞ/৩২৬/২২

আমাদের কবরবাড়ি

সিস্টার মমতা ভূঁইয়া এসসি

মানব জীবনের দু'টি চরম সত্য হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। জন্মের মধ্যদিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু হয়। আর এ পৃথিবী হচ্ছে আমাদের ক্ষণিকের আবাস স্থল। এখান থেকেই ঐশরাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে সৎ জীবন-যাপন, ভাল কাজের মধ্যদিয়ে আমরা পরপারের সার্টিফিকেট প্রস্তুত করি। এ সার্টিফিকেটই হলো আমাদের স্বর্গীয় নাগরিকত্ব। এ পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য কত কিছুই না করে। যদিও সে জানে তাকে একদিন পৃথিবীর মায়া-মোহ, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জন সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে। তাহলে সে প্রতিদিন একবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করত ও সচেতনভাবে জীবন যাপন করত।

যদিও পৃথিবী আমাদের স্বল্প দিনের আবাস স্থল, সব মানুষ পরপারের কথা ভেবে জীবন যাপন করত তাহলে হয়তো পৃথিবীতে খারাপ মানুষ থাকত না। থাকত না এত প্রতিযোগিতা, রেষা-রেষি, যুদ্ধ, মারা-মারি ও কাটাকাটি। এ জগতে চলাকালীন সময়ে আমরা অনন্তকালের কথা ভুলে যাই। মনে থাকে না আমাকে একদিন মরতে হবে। জাগতিক জীবনের এ ভোগ-বিলাস, মোহ-মায়া, চাওয়া-পাওয়া সবই ক্ষণস্থায়ী। কোন মানুষের মৃত্যু এই নভেম্বর মাসই এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর নভেম্বর মাসকে বলা হয় পরলোকগত ভক্তদের মাস। ফাদারগণ ভক্তজনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন যাতে কবরবাড়ি পরিষ্কার করা হয়। সারা বছর আমরা আমাদের বসত বাড়ির যত্ন নিয়ে থাকি। কিন্ত কবরবাড়ি? কবরবাড়ি পড়ে থাকে অপরিষ্কার ও ঘাসে ভরা। নভেম্বর মাসেই লক্ষ্য করা যায় কবরবাড়িতে মানুষের ভীড়। সারি সারি কবরগুলো পরিষ্কার ও লেপন করে ফুলে ফুলে সাজানো হয়। এ মাসে কবরবাড়িতে মোমবাতি ও আগরবাতির ছড়াছড়ি দেখা যায়। ইহলোকের মানুষ তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করে। এমনও দেখা গেছে, যে ব্যক্তি জীবিত কালে পরিবারে ভালবাসা পায়নি, দু'বেলা খেতে পায়নি, অসুস্থতায় বিছানায় পড়ে ছিল দীর্ঘদিন কেউ দেখেনি, যার অবহেলায় মৃত্যু হয়েছে, ২ নভেম্বর তার কবরেও কত ফুল, মোমবাতি ও ভালবাসা যা জীবিতকালে সে কখনো পায়নি। এজীবনে যাদেরকে কষ্ট করতে দেখেছি, মৃত্যু দেখেছি, তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমি ধ্যান করি মৃত্যুর বাস্তব চিত্রগুলো। যেন জীবিত ও মৃতদের মধ্যে মিলন মেলায় প্রস্তুতি। যে দৃশ্যগুলো দেখে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে মৃত্যুর মধ্যদিয়েই নতুন জীবনের সূচনা হয়। স্বল্প পরিসরে কবরবাড়ীর উপর আমার কিছু অনুভূতি সহভাগিতা তুলে ধরছি:

কবরবাড়ীতে প্রবেশ করলেই হৃদয়-মন ভরাক্রান্ত হয়ে ওঠে, চোখে পড়ে সারি সারি ক্রুশ। ক্রুশে আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের নাম লেখা থাকে। প্রিয়জন খুব ব্যস্ত ক্রুশের মুছে যাওয়া নামগুলো মেরামত ও কবর পরিষ্কার ও এর পরিচর্চা নিয়ে। আবার দেখা যায়

অনেকে কবরে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে চোখের জল ফেলে। সত্যিই যেন সেখানে নেই কোন দলাদলি, রাগ, হিংসা। সবাই যেন আত্মার আত্মীয়।

সারা বছর ব্যস্ততার জন্য ভুলে থাকি মৃত আপনজনদের কথা। নভেম্বর মাসই স্মরণ করিয়ে দেয় মৃত প্রিয়জনদের কথা। যাদের সারা বছর সময় হয় না তাদের কবরে গিয়ে দেখা করা, তাদের সময় দেয়া, কবর পরিষ্কার করা। কিন্তু মৃতদের পার্বণ দিনে শত ব্যস্ততা রেখে ছুটে আসে কবরবাড়ীতে। যেখানে মৃতরা অপেক্ষা করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখার জন্য।

ব্যস্ততার খাতিরে আমরা ভুলে যাই নিজ জীবন সম্বন্ধে যে, একদিন আমাকে এখানেই আসতে হবে। এ কবরবাড়িতেই আমার স্থায়ী ঠিকানা, পৃথিবীর বসতবাড়ি নয়। পুরোহিত কবরবাড়িতেই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং আত্মীয়-স্বজন সবাই মৃত প্রিয়জনদের কবরের পাশে বসে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। একদিন হলেও মৃত ভাই-বোনদের সঙ্গ দিয়ে থাকে। সবার চোখে মুখে শোকের ছায়া এই ভেবে'- ''হে মানব তুমি ধুলি, এ ধুলিতেই তুমি মিশে যাবে।"

কবরবাড়ি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা যেন জাগতিক ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত না থাকি। এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ, দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি সবই ছেড়ে আসতে হবে এই কবরবাড়িতেই। যেখানে আমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সাড়ে তিন হাত জায়গা। আমরা যেন এই সত্য অনুসরণ করে সচেতনভাবে জীবন যাপন করি। মৃতলোকেরা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, এই পৃথিবীর বসত-বাড়ি ক্ষণস্থায়ী, কবরবাড়িই স্থায়ী ঠিকানা। মৃত্যুর মধ্যেদিয়েই জীবনের রূপান্তর ঘটে। কল্যাণের পথে জীবনকে পরিচালনার জন্য আমাদের প্রতিদিন আপ্রাণ প্রয়াস চালাতে হবে। মৃত্যু ধ্বংস নয়, মৃত্যু আছে বলেই আমরা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি॥

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

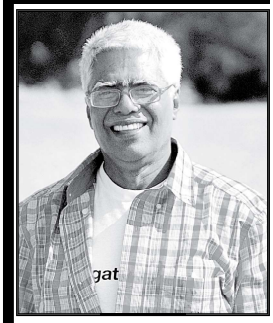

প্রয়াত ডমিনিক রোজারিও

জন্ম: ২১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ০১ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন।

আজ বাবার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী। বাবা ছিলেন সাধারণে অসাধারণ মানুষদের একজন। সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা, একনিষ্ঠ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সর্বদা পরোপকারী সদা হাস্যোজ্জ্বল, মিশুক এই মানুষটি আমাদের জীবনের আদর্শ।

বাবা নিজের কাজ নিজে করতে ভালোবাসতেন। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রথম শিক্ষা আমরা তার কাছ থেকেই শিখেছি। প্রচণ্ড বই পড়তে ভালোবাসতেন, লিখতেন, অনুবাদ করতেন এবং বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতা দিতেন। তাই জীবনে বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

আমাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কখনো কৃপণতা করতে চেষ্টা করেননি, চেষ্টারও কমতি রাখেন নি। সব সময় বন্ধুর মতো পাশে ছিলেন। তার কথা বলে শেষ করা যাবে না কখনো। বাবা-ভালোবাসা ও ভালোলাগার শব্দ।

হে পরম করুণাময় প্রভু, তুমি আমাদের বাবার আত্মাকে তোমার অনন্ত স্বর্গরাজ্যে স্থান দিও, তার এই জগতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে। তুমি সদয় হয়ে আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

তোমার স্নেহের -

স্ত্রী: নমিতা রেবেকা রোজারিও
বড় মেয়ে: অধ্যাপক ডা. রিনি জুলিয়েট রোজারিও
মেঝ মেয়ে: রিয়া লিলিয়ান কস্তা (কানাডা)
ছোট মেয়ে: ডা. রিশা থিওডোরা রোজারিও (কানাডা)

বিজ্ঞ/৩২৪/২২

আমেরিকায় পালকীয় সেবাকাজের আমার ৫১ দিনের অভিজ্ঞতা

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

এবার এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমেরিকায় আসা। কিছুটা পালকীয়, আবার কিছুটা ছুটি কাটানো। এখানে আমার নিকট আত্মীয় বলতে কেউ নেই। তাই সব সময়ই থাকার জায়গা পাওয়া নিয়ে মনে একটা ভয় বা শংকা ছিল। ৫১ দিন আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে থাকার আমার সুযোগ হয়।

যাত্রা করি ৮ জুলাই, শুক্রবার। কিন্তু ঢাকা বিমান বন্দরে এসেই প্রতিবন্ধকতা। বিমান বন্দরের কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়ে দিলো, আমি যে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আমেরিকায় থাকবো পাসপোর্টের মেয়াদ সেটা কভার করে না। আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ম হলো, পাসপোর্টের মেয়াদ ছয় মাস থাকতে হবে। তাই যেতে দেওয়া যাবে না। অনেক অনুরোধ করলাম। কিন্তু তারা কিছুতেই ঢুকতে দিল না। তবে একটা পথ দেখালো, যদি আমি রিটার্ন টিকিট ১৬ জুলাইর মধ্যে করে আনতে পারি তবেই সম্ভব। তখন বাজে সন্ধ্যা ৭টা। প্লেন ছেড়ে দেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। কি বিপদ! কোন উপায় না পেয়ে এরোলদাকে ফোন করলাম। বললাম, যে করেই হোক দশ মিনিটের মধ্যে এভাবে টিকেটের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। পরদিন ঈদ। সব বন্ধ। তারপরও এ্যারলদা পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে পাঠালেন। আমারও আমেরিকা আসা সম্ভব হলো। বিষয়টা আমার কাছে অলৌকিক কিছু মনে হয়েছে।

আমেরিকার অনেকগুলো স্টেট একসংগে যুক্ত হয়ে আছে বলেই বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র এবং একেকটি স্টেটকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন– মেরিল্যান্ডকে বলা হয়– state of smiling, নিউজার্সিকে বলা হয়– state of garden, ফিলোডেলফিয়াকে বলা হয়– state of constitution, নিউইয়র্ককে বলা হয়– state of running, যেহেতু নিউইয়র্ক-এর মানুষ খুবই ব্যস্ত, ভার্জিনিয়াকে বলা হয়– state of loving, মিনেসোটাকে বলা হয়– state of lakes, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব স্টেটে গেলে বুঝা যায় নামের সাথে বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে বিদ্যমান।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষই আমেরিকাতে আছে। তারা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর হলেও ঐক্যটাকে তারা ঐতিহ্যগতভাবেই সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এখানে রাস্তায়, স্টেশনে কারো সাথে দেখা হলে মুখে কি সুন্দর সুমিষ্ট হাসি। মনটা ভরে যায়। পরিচিত না অপরিচিত সেটা গৌণ বিষয়। এখানকার মানুষ খুবই welcoming। স্বাগতম ও অভ্যর্থনা জানাতে তারা সব সময় প্রস্তুত। কোন বিরক্তি নাই। ঠিক যেন statue of liberty-এর মত। অন্য দেশের মানুষদের স্বাগতম জানানোর জন্য দু'হাত প্রসারিত করে আছে।

এই ৫১ দিনের মধ্যে আমার সুযোগ হয়েছে– মেরিল্যান্ড, কনেকটিকাট, নর্থ কেরোলিনা, নিউইউর্ক, পূর্ব পশ্চিম ভার্জিনিয়া, নিউজার্সি, দেলোয়ার এইসব শহরগুলোতে থাকার। সব জায়গায়ই সমানভাবে অভ্যর্থনা পেয়েছি। বেশিরভাগ সময় মানুষের বাসায় বাসায় ছিলাম। থাকা-খাওয়া-যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয়নি। প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই পেয়েছি। মার্থা-মেরীর মত আতিথ্য আমেরিকাতে খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পেলাম। এখানকার মানুষগুলো সব সময় মানুষকে যে কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। কাউকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে তারা খুশি হয়, তৃপ্তি পায়। যেমন– একদিন ওয়াশিংটন ডিসি ইউনিয়ন স্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। আমার পাশে এক বৃদ্ধা মহিলা তার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এসে বসল। দেখেই বুঝতে পারলাম হোমলেস। মহিলাটি খুবই ক্ষুধার্ত ছিল। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একজন যুবতি মেয়ে দোকান থেকে বার্গার ও সফট ড্রিংক্স কিনে এনে তাকে দিল। খাবার ও পানীয় পেয়ে বৃদ্ধা খুব খুশি। তৃপ্তি সহকারে খেল। মেয়েটিকে কিন্তু কেউ কিছু বলে দেয় নি এবং ঐ বৃদ্ধাও তার পরিচিত বা আত্মীয় কেউ নন। এটাকে সে তার দায়িত্ব হিসেবে দেখেছে।

আমেরিকায় আর একটি বিষয় আমার ভালো লেগেছে যে, এখানকার প্রত্যেকটি বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারেই আলতার রয়েছে যেখানে যিশু, মারীয়া ও সাধু-সাধ্বীদের মূর্তি রাখা আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তারা প্রার্থনা করে। আমি নিউইয়র্কের বোঞ্জে এক বন্ধুর বাসায় একরাত ছিলাম। বড় মেয়ে আর্জেন্টিনার এক ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে। থাকে কানেকটিকাটের নিউ হেভেন শহরে। আমি যেদিন গেলাম তারাও আসল। বাড়ীতে অনেক মানুষের মিলন মেলা। কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে মা বলল, আগে প্রার্থনা তারপর অন্যকিছু। আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করলাম। মেরিল্যান্ডে অন্য একটা পরিবারে গিয়ে আমি আরেকটি সুন্দর অভিজ্ঞতা করলাম। সকাল সাড়ে আটটার সময় আমাকে ডাকা হলো। তারা অনেকগুলো ভাই-বোন। বিভিন্ন দেশে থাকে। যে যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন সকাল সাড়ে আটটা হলেই সবাই জুমে যুক্ত হয় এবং দশ মিনিট প্রার্থনা করে। কত সুন্দর আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও যোগাযোগ। এভাবেইতো পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এই প্র্যাকটিসগুলো প্রতি পরিবারেই আছে।

তবে আমেরিকাতে যে বিষয়টি বেদনাদায়ক তা হলো বিবাহ বিচ্ছেদ। কাথলিক ধর্ম মতে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন যা কোনদিন ভাঙ্গা যায় না। কিন্তু এখানে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বামী-স্ত্রী আলাদা থেকে জীবন-যাপন করে যা খুবই একটা চিন্তার বিষয়। নেতৃত্ব নিয়েও কিছু সমস্যা আছে। যে কারণে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল হচ্ছে যা মোটেও শোভনীয় বা কারো জন্য কাম্য নয়।

আমেরিকায় প্রবীণ বয়সে যারা অবসর জীবনযাপন করে তাদের জীবনটা নিঃসঙ্গ এবং চোখেমুখে থাকে অসহায়ত্বের ছাপ। তার মানে না, পরিবারে অন্য সবাই তাদের অবহেলা বা অযত্ন করে। কিন্তু এখানে সবাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কাজ করলে পয়সা আর না করলে কোন পয়সা নেই। তাই পরিবারে প্রবীণদের সঙ্গ দেয়া এক কঠিন ব্যাপার। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হয়ে উঠে না। ছেলে-মেয়েরাও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাদেরকেও খণ্ডকালীন কাজ করতে হয়। তাই বলা যায় মনের দিক দিয়ে এখানে প্রবীণরা খুব বেশি ভালো নেই। আমাকে একজন বলেছে, সারাদিন ঘরের ভিতর একা একা থাকতে থাকতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এ বয়সে এসে বেশিরভাগ সময় আমাকে নিঃসঙ্গ থাকতে হচ্ছে। কথা বলার কেউ নেই। দু'একটি পরিবারে প্রবীণদের নিয়ে কিছু দুঃখজনক ঘটনাও আছে। আমাকে এক বিকেলে সুখেন বলল, ফাদার আপনাকে দু'টো পরিবারে নিয়ে যাব যেখানে আপনার সুপরিচিত কিছু প্রবীণ ব্যক্তি খুব কষ্টে আছে। আপনাকে দেখতে পেলে খুশি হবে। আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম তারা আমার অপেক্ষায় বাইরের সিড়িতে বসে আছে। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল। দেশ থেকে উপার্জনের সব টাকা আমেরিকায় নিয়ে এসে ছেলে এবং ছেলে বউর জন্য সুন্দর বাড়ী কিনে দিয়েছে। এখন নিজেদের থাকার জায়গা নেই। ছেলে পিতা-মাতাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে। কি নির্মম ও নিষ্ঠুর। তাদের দুঃখের কথাগুলো মনে হলে এখনও চোখে জল আসে। যাহোক সুখ-দুঃখ, হাসি-বেদনা এইতো আমাদের জীবন।

পরিশেষে বলতে চাই আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিশেষভাবে অসুস্থ ও প্রবীণদের প্রতি আরো বেশি যত্নশীল ও দায়িত্বশীল হই। বৃদ্ধ অবস্থায় পিতা-মাতা সন্তানের কাছ থেকে সুরক্ষা পাবে সেটাতো তাদের অধিকার ও প্রাপ্য। তাছাড়া আমাদেরকে ছেলে-মেয়েদের কথাও একটু ভাবতে হবে। আমাদের ছেলে-মেয়ে ছোট বয়সে যে পরিবেশে বেড়ে উঠবে বড় হলে তারা পরিবারের সঙ্গে তেমন আচরণ করবে। শেষ বয়সে সন্তানদের অবহেলার কারণে অনেক সময় বাবা-মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আমাদেরকে বলে দেয় শেষ বয়সে বাবা-মার প্রতি সন্তানদের কতটা দায়িত্বশীল হতে হবে। এখন আমি সন্তান হয়ে যদি নিজ মা-বাবার খোঁজ না নেই পরবর্তী জীবনে সেটা আমার উপরই বর্তাবে।

এভাবেই অনেক আনন্দ ও সুখ স্মৃতি নিয়ে ২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বাংলাদেশে ফিরে আসি। এত সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে ভালো ও সুস্থ রাখুন॥

হাড়ক্ষয় প্রতিরোধে যা করতে হবে

অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ক্ষয় মানে হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া। এ রোগে হাড় অনেকটা মৌচাকের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট হয়ে যায়। এতে সামান্য আঘাতে বা অনেক সময় বিনা আঘাতেই হাড় ভেঙে যেতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিদের মৃত্যু ও শয্যাশায়ী হওয়ার একটি বড় কারণ অস্টিওপোরোসিসু জনিত হাড় ভাঙা। এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর ২০ অক্টোবর পালিত হয় অস্টিওপোরোসিস দিবস।

৫০ বছরের পর থেকে হাড় ক্ষয় বা এর লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তবে বাস্তবে এ প্রক্রিয়ার শুরু হয় অনেক আগেই। একজন নারী বা পুরুষের হাড় সাধারণত ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত ঘনত্বে বাড়ে; ৩৪ বছর পর্যন্ত তা অটুট থাকে। এরপর থেকে হাড় ক্ষয় পেতে থাকে। যত বয়স বাড়ে, হাড়ক্ষয়ের ঝুঁকি তত বাড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বাড়তি কিছু ঝুঁকি।

বয়স বৃদ্ধি ছাড়া অন্যান্য ঝুঁকি বেশি হলে দ্রুত হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে। নারীদের মেনোপজ বা মাসিক বন্ধ হওয়ার পর হাড় ক্ষয়ের গতি অনেক বাড়ে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি কারণ বা ঝুঁকি রয়েছে। যেমন ধূমপান, বংশগতি, স্টেরয়েড হরমোনের ব্যবহার, থাইরয়েডের রোগ, কম বয়সে মেনোপজ, ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়ামের অভাব, কিছু বাতরোগ, অলস জীবন-যাপন ইত্যাদি।

কীভাবে প্রতিরোধ

নিয়মিত সঠিক ব্যায়াম হাড়ক্ষয় রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে। এ ছাড়া কিছু খাবার খেলে এর ঝুঁকি কমে। যেমন -

সবুজ শাক-সবজি: গাঢ় সবুজ শাকসব্জি যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম ইত্যাদিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে, যা হাড়ক্ষয় প্রতিরোধে সহায়তা করে। এ ছাড়া এসব সব্জির ভিটামিন কে অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি কমাতে পারে।

দই: এতে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও কিছুটা ভিটামিন ডি, যা হাড় ক্ষয় প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

লেবুজাতীয় ফল: লেবুতে থাকা প্রচুর ভিটামিন সি হাড়ের কোলাজেন ও তন্তময় অংশ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করে।

সামুদ্রিক মাছ: সামুদ্রিক মাছে রয়েছে ভিটামিন ডি, যা হাড়ের গঠনের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন। মিঠাপানির মাছে ভিটামিন ডি অতি সামান্যই পাওয়া যায়।

বাদামজাতীয় খাবার: এসবে রয়েছে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম, যা অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

দুধ: ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি'র সহজলভ্য উৎস দুধ। নিয়মিত দুধ খেলে হাড়ক্ষয় প্রতিরোধ করা যায়।

ব্যায়াম

১. সব বয়সের মানুষেরই নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার।

২. বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু ব্যায়াম করা দরকার, যা হাড়ক্ষয় রোধ করতে পারে, হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে। রেসিস্ট্যান্স ব্যায়াম এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী। যে কারও পক্ষে ও যেকোনো স্থানে এ ধরনের ব্যায়াম করা সম্ভব।

৩. ধূমপান অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

ডা. শাহজাদা সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

সৌজন্যে: প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর ২০২২

আরএনডিএম সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"তোমরা *জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর* **মঙ্গলসমাচার"**। *(মার্ক - ১৬: ১৫)*

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো। ঈশ্বরের সেই ভালোবাসার ঐশ আহ্বানে সাড়া দানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা আওয়ার লেডি অফ দ্য মিশনস্ (আরএনডিএম) সিস্টারগণ আগামী ১২ নভেম্বর হতে ১৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরএনডিএম ফরমেশন হাউজ মোহম্মদপুরে "এসো দেখে যাও" কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এই কর্মসূচিতে যোগদান করে ঐশ আহ্বান আরো স্পষ্ট করে বুঝতে ও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী বোনেরা বিশেষ করে যারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ বা তদুর্ধে পড়াশুনা করছ সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন : ১২ নভেম্বর ২০২২ (ঢাকা, মোহাম্মদপুর, সকাল ৭টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত)

প্রস্থান : ১৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

রেজিস্ট্রেশন ফি : আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।

যোগাযোগের ঠিকানা

সিস্টার সাথী ফ্লোরেন্স কস্তা আরএনডিএম
মোবাইল: ০১৭২২৭৫১২৬৫
প্রযত্নে: আরএনডিএম ফরমেশন হাউজ
গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যশনাল স্কুল
২৪, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

সিস্টার সুবর্না লুসিয়া ক্রুশ আরএনডিএম
মোবাইল: ০১৬২০৫১৪৮৮৪
সেন্ট স্কালাসটিকাস্ কনভেন্ট, ৪১, ব্যান্ডেল রোড-৪০০০
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম

বিজ্ঞ/৩৩/২২

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজিঃ নং: ৩৭৫/১৯৮২

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ০৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে অত্র সমিতির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক বার্ষিক সাধারণ সভাকে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

জন পিরিজ
চেয়ারম্যান
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আইরিন ডিঃ ক্রুজ
সেক্রেটারি
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৩২২/২২

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, ঢাকা-১২১২।

২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:"-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুষ্ঠিত, ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, অত্র সমিতির "২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা" আগামী ১৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০ টায়, লূর্দের রাণী মিলনায়তন, ক-১১৮/২০, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, "২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা" সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে সম্পাদন করতে সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে ১০:০০ ঘটিকায় উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেঃ সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিনীত অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদসহ -

কবিতা জি. গমেজ
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লি:

[বি.দ্র: রেজিষ্টেশন সম্পন্ন করার সময় পরিচয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমিতি প্রদত্ত পরিচয়পত্র/ছবি ও সীলমোহর যুক্ত পাশ (শেয়ার) বই সাথে আনতে হবে]

বিজ্ঞ/৩২৫/২২

আলোচিত সংবাদ

বাংলাদেশকে ৪০-৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেবে নেপাল

নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভাণ্ডারী বলেছেন, নেপাল এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে ৪০-৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে, তবে তাদের বিদ্যুৎ খাতে একটি মেগা প্রকল্প শেষ হওয়ার পরে এর পরিমাণ আরও বাড়বে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মঙ্গলবার সকালে গণভবনে সাক্ষাৎকালে নেপালের রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। করিম নেপালের রাষ্ট্রদূতকে উদ্ধৃত করে বলেন প্রকল্পটি সম্পন্ন করার পর নেপাল বাংলাদেশকে আরও বেশি বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হবে। ঘনশ্যাম ভাণ্ডারী বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা বন্দরকে তাদের রপ্তানির উদ্দেশে ব্যবহার করতে তার দেশের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ, এই বন্দরটি বুড়িমারী বন্দরের চেয়ে নেপালের কাছাকাছি। নেপাল বাংলাদেশকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে চায়। শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের সহযোগিতার প্রশংসা করে নেপালের রাষ্ট্রদূত বলেন, অনেক নেপালি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য এখানে পড়াশোনা করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশে এই দায়িত্ব পালনকালে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রথম অভিবাসী প্রধানমন্ত্রী পেল ব্রিটেন

প্রথমবারের মতো অভিবাসী প্রধানমন্ত্রী পেল ব্রিটেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে ভারতীয় বংশোদ্ভুত ঋষি সুনাক দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। আগামী ২৮ অক্টোবর সুনাক শপথ গ্রহণ করবেন। পরদিন ২৯ অক্টোবর তার মন্ত্রিসভা গঠন করার সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে প্রথম অশ্বেতাঙ্গ, এশিয়ান-ব্রিটিশ এবং কম বয়সী প্রধানমন্ত্রীও এখন তিনি। এ ছাড়া প্রথমবার এমপি হওয়ার পর সবচেয়ে কম সময়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ডও তার দখলে। মঙ্গলবার তার দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যদিয়ে মাত্র সাত সপ্তাহে তিনজন প্রধানমন্ত্রী পেল ব্রিটিশ জনগণ। ঋষির পূর্বপুরুষেরা অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। আনুষ্ঠানিভাবে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হতে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে ১১ টার পর বাকিংহাম প্যালেসে যান ঋষি। সেখানে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস তাকে দেশটির ৫৭তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ঋষি সুনাক যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতের অনেক মানুষ উল্লাসে মেতেছে।

৩ মাসে বিদেশী ঋণ সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ১৩৮ কোটি ৬৯ লাখ ডলারের বৈদেশিক ঋণ পেয়েছে বাংলাদেশ। যা টাকার অঙ্কে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ৫৬২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। যা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় ৫৮৮ কোটি ডলার বা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম। একই সময়ে নতুন করে ৪০ কোটি ৫৪ লাখ ডলারের ঋণ চুক্তি হয়েছে। আর পরিশোধিত হয়েছে ৪ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা। মঙ্গলবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গত বছর একই সময়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ ঋণ পেয়েছিল এক হাজার ৯৩৮ কোটি ডলার। আর একই সময়ে পরিশোধ করেছিল ৫ হাজার ৬ কোটি টাকা। ফলে গত বছরের তুলনায় ঋণ পরিশোধও কিছুটা করেছে এবার। ইআরডির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গতবারের তুলনায় এবার ঋণ প্রদান কমলেও নতুন করে ঋণ চুক্তির পরিমাণ বেড়েছে তিনগুন। গতবার যেখানে মাত্র ৯ কোটি ৪০ লাখ ডলারের ঋণ চুক্তি হয়েছিল সেখানে এবার হয়েছে ৪০ কোটি ৫৪ লাখ ডলার। তবে ঋণ পরিশোধ কমেছে মাত্র ১৯ কোটি ডলার।

গত তিনমাসে জাপান থেকে সবচেয়ে বেশি ঋণ এসেছে। তারা দিয়েছে ৪৫ কোটি ডলার। তারপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে চীন। আর ১৯ কোটি ডলার ঋণ দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে বিশ্বব্যাংক। এরপর এডিবি দিয়েছে ১৬ কোটি ডলার। ১০ কোটি ডলার এসেছে চীন ব্যাংক থেকে। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি ৩০ কোটি ডলারের ঋণ এসেছে বিশ্বব্যংক থেকে।

তথ্যসূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিতঃ ১৯৮৭, রেজিঃ নং - ৮১৪/২০০৫,
৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

এতদ্বারা কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিট হতে দুপুর ২:৩০ মিনিট** পর্যন্ত সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা-১২০৬, কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রিচার্ড ভিনসেন্ট গমেজ
সভাপতি

রোনাল্ড সনি গমেজ
সম্পাদক

ক) দয়া করে বার্ষিক প্রতিবেদন বইটি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
খ) সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে কোরাম পূর্তিতে যারা নাম রেজিষ্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
গ) সকল সদস্য-সদস্যাগণ সশরীরে সকাল ১১ টার মধ্যে নিজ নিজ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করবেন।

একটা ২ টাকার নোট

ফাদার আবেল বি রোজারিও

আমি একটি ২ টাকার নোট। বর্তমান বাজারে আমার নাকি কোন মূল্যই নেই। আমাকে দিয়ে একটা ডিম পাওয়া যাবেনা, একটা সাবান পাওয়া যাবেনা, একটা কমলা পাওয়া যাবে না, একটা আপেল পাওয়া যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে সত্যিই কি আমি একবারে মূল্যহীন, আমার কি

কোন মূল্যই নেই? আছে, মূল্য আছে, নিশ্চয়ই মূল্য আছে। তুমি আমাকে গির্জার দানবাক্সে রেখে দাও, তখন বুঝতে পারবে আমার কত মূল্য। দানবাক্সে আরও অনেক ২ টাকার নোট রয়েছে অর্থাৎ ১০০ বা ১২০ টাকা রয়েছে। তাহলে এই ১০০ বা ১২০ টাকা দিয়ে কিছু করা যাবে, কিছু কেনা যাবে।

স্নেহের সোনামনিরা একটু শোন - তুমি প্রতিদিন ২ টাকা করে জমাবে, মাটির টোপায় রাখবে, তাহলে ১ মাসে তোমার জমা হবে ৬০ টাকা। এই টাকা দিয়ে তুমি একটা ডিম বা একটা সাবান বা একটা কমলা বা একটা আপেল কিনতে পারবে, এমনকি এক কেজি চাউলও কিনতে পারবে।

তুমিলিয়াতে আমি লক্ষ্য করলাম যে, তপস্যাকালে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বিকেলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ক্রুশের পথ করে এবং তাতে ২/৪ টাকা করে পায়। আমিও কয়েকবার ওদের সাথে গিয়েছি। আমি ওদের বললাম, তোমরা যে সামান্য টাকা পাও, তা খরচ না করে জমা কর এবং আমাদের যে নতুন গির্জা নির্মাণ করা হচ্ছে, তাতে তোমরা একটা অবদান রাখতে পারবে। শিশুরা তো খুব খুশী। তারা তাই করতে লাগলো।

৪র্থ শ্রেণির এক ছেলে একদিন আমাকে ১০০ টাকা দিয়ে বলল, "ফাদার, গতকাল আমার জন্মদিনে আমি কিছু উপহার ও টাকা পেয়েছি। সেই টাকা থেকে আমি আপনাকে ১০০ টাকা দিলাম নতুন গির্জা নির্মাণের জন্য।" আমি তো অবাক! আর একদিন ২ জন ছোট ছেলে আমাকে ৫০+৫০=১০০ টাকা দিয়ে বললো, "ফাদার, আমাদের উপবৃত্তির টাকা থেকে এই ১০০ টাকা আপনাকে দিলাম নতুন গির্জা নির্মাণের জন্য।" এভাবে বেশ কয়েকজন ছেলে মেয়ে তাদের জন্মদিনের উপহার থেকে, উপবৃত্তির টাকা থেকে নতুন গির্জা নির্মাণের জন্য দান করেছে। এভাবে আমি ৩ বছরে ২০ হাজার টাকা পেয়েছি (ক্রুশের পথ, জন্মবার্ষিকী ও উপবৃত্তি থেকে)।

আমি প্রত্যেক পরিবারে একটা করে মাটির ব্যাংক টোপা দিয়েছি আর ছেলে-মেয়েদের বলেছি, "তোমরা ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১০০ পয়সা করে ব্যাংক টোপায় রাখবে এবং ব্যাংক টোপা ভরে গেলে আমার কাছে নিয়ে আসবে।" শিশুদের কি উৎসাহ! ৫/৬ মাস পরেই পূর্ণ ব্যাংক টোপা আসতে লাগলো। আমি তিন বছরে পায় ৪০ হাজার টাকা পেলাম। (আমাদের তিন বছরের টার্গেট ছিল)

স্নেহের সোনামনিরা, তোমাদের প্রতি আমার এই অনুরোধ ও উপদেশ রইলো তোমরা মিতব্যয়ী হও, অল্প অল্প করে কিছু টাকা জমা কর, তাতে তোমরা আনন্দ পাবে, তোমাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ খুশী হবেন এবং ঈশ্বরও তোমাদের অনেক আশীর্বাদ করবেন॥

মৃত্যু কবে হবে

স্বপন বৈরাগী

মৃত্যু আমার কবে হবে, প্রশ্ন জাগে মনে
দিন কাটবে কেমন করে, শুধাই আমি তারে
দম্ভ অহংকার আছে মনে, দামি সবে জানে
কুনিশ কবরে সবেমিলে,
নামি লোক আমি বলে।
নামি-দামি, বড় আমি, ভাবনাতে পাগলামি
মৃত্যুর দ্বারে সবে সমান,
দাঁড়াতে হবে একসারি
স্বামী, সংসার, স্ত্রী, পরিজন,
ছেলে-মেয়ে আছে যত ধন
সব ছেড়ে যেতে হবে একদিন,
কাঁদবে শুধু মন।
আগামী দিন কেমনে যাবে, বলতে নাহি পারি
নিজের গৌরব করি শুধু, এ কেমন পাগলামি
মৃত্যুর পরে কি যে হবে, বলতে নাহি পারি
কেমনে থাকব আমি,
সারে তিন হাত মাটির বাড়ি।
মৃত্যু যখন ডাকে আমায়,
পারবে না ধরে রাখতে
কোথায় থাকব, কেমনে থাকব,
রক্ত ক্ষয় হবে বক্ষে
প্রস্তুত কর যদি থাকার জায়গা,
সৎকর্ম কর তবে
সেবা কর, ভালবাসো সকল জাতির,
ধর্ম কর সবে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ ফ্রান্সিসের সাথে ফ্রান্স ও সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ

গত ২৩ অক্টোবর পোপ ফ্রান্সিসের সাথে তাঁর বাসবভনে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্মানুয়েল মাক্রোঁ ও সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকস আনাস্তাসিয়াদে সাক্ষাৎ করেন। পোপ মহোদয়ের সাথে প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর এটি তৃতীয়বার সাক্ষাৎ। সাক্ষাতে তারা বিশ্বে শান্তি বৃদ্ধিকল্পে বিশেষভাবে ইউক্রেনে শান্তির বিষয় আলোচনা করেন। ভাতিকানের প্রেস অফিস আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতিতে জানায়, পারস্পরিক আলোচনা ছিল আন্তরিক এবং তা ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধাবস্থা নিয়ে। আলোচনায় ইউক্রেন যুদ্ধে মানবিক অবস্থার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয় ককেশাস অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার উপরও। একঘন্টা স্থায়ী এই সাক্ষাতের শেষটা হয় প্রথানুযায়ী উপহার বিনিময়ের মধ্যদিয়ে। পোপ মহোদয় ফ্রান্স প্রেসিডেন্টকে সাধু পিতরের প্রতিকৃতি মুদ্রিত ব্রোঞ্জের একটি ছোট মেডেল ও তাঁর লেখা শান্তি দিবসের বাণী সম্বলিত এবং মানব ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক বইটি উপহার দেন। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ জার্মান দার্শনিক ইম্মানুয়েল কান্টের চিরস্থায়ী শান্তি নামক বইটি পোপ মহোদয়কে উপহার দেন। উল্লেখ্য রোমে সাধু এজিদিও সংঘ কর্তৃক আয়োজিত 'আসিসির স্পিরিট' নামক অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ বক্তব্য রাখেন। সাধু এজিদিও সংঘ শান্তি স্থাপনে ইতালি ও বিশ্বে কাজ করে চলেছে।

সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্টকেও ভাতিকানে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয়। এই সাক্ষাতের মধ্যদিয়ে আবারো ভাতিকান ও সাইপ্রাসের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের বন্ধন প্রকাশিত হয় এবং এ সুসম্পর্কের জন্য পারস্পরিক ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের গ্রহণ করার জন্য সাইপ্রাসের ভূমিকা প্রশংসা করা হয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ভবিষ্যতে শরণার্থীদের নিয়ে একসাথে ব্যাপকভাবে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। পোপ মহোদয়ের সাথে মিটিং এর পরপরই প্রেসিডেন্ট আনাস্তাসিয়েদে কার্ডিনাল পিয়েত্ত পারোলিন ও আর্চবিশপ পল রিচার্ড গালাঘের এর সাথেও দেখা করেন।

পোপ মহোদয় সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্টকে উত্তম মেষপালকের একটি আইকন উপহার দেন যা পেয়ে মি. প্রেসিডেন্ট আনন্দ চিত্তে বলেন, এই উপহার পেয়ে আমি আনন্দিত। কেননা পোপ মহোদয় তাঁর মেষদলকে অন্তর দিয়ে চিনেন এবং তিনি মানুষের খুব কাছের। অন্যদিকে সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট প্রাচীন সাইপ্রাসের ঐতিহ্যমণ্ডিত রুপার একটি কাপ পোপ মহোদয়কে উপহার দেন।

এফএবিসি এর সাধারণ অধিবেশনে নারী সন্ন্যাসব্রতীদের কণ্ঠস্বর

এফএবিসি'র আমন্ত্রণে ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান বিশপদের সাধারণ অধিবেশনে ছয়টি নারী ধর্মসংঘের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেহেতু তারা দরিদ্র, সংখ্যালঘু,

ভঙ্গুর ও বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভাতিকান নিউজের সাথে সাক্ষাৎকারে এ গুরুত্বের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন প্রতিনিধিবর্গ।

আমরা তাদেরকে আমাদের কণ্ঠস্বর শোনাতে চাই

তালিথাকুম ম্যুভমেন্টের প্রতিনিধি থাইল্যাণ্ডের চার্টের সেন্ট পল এর ধর্মসংঘের সিস্টার পাওলা বলেন, নারী সন্ন্যাসব্রতীদের সাধারণ অধিবেশনে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে করে বিশপগণ জানতে পারেন মানবপাচার রোধে নারী সন্ন্যাসব্রতীগণ কি করছেন। আমরা জনগণকে সাহায্য করছি এবং একথা বিশপদের জানাতে চাই যাতে করে তারা আমাদের কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্ম হন ও সমর্থন যোগান। একই ধর্মসংঘের সিস্টার ফ্রন্সেও বলেন, আমি আশা করি বিশপগণ আমাদের কাজগুলো সম্বন্ধে জানবেন ও তাদের ধর্মপ্রদেশে আমাদের সেবাকাজকে গ্রহণ করবেন।

মঙ্গলসমাচার প্রচারে আমাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: থাইল্যাণ্ডে মিশনারী ফিলিপাইনের সিস্টার দিয়ান্না বলেন যে, উৎসর্গীকৃত জীবন বিষয়ক অফিসের সেক্রেটারি হিসেবে অধিবেশনে উপস্থিত থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি উপলব্ধি করি আমার উপস্থিতি আমাদের বিশপদের স্মরণ করিয়ে দেয় সন্ন্যাসব্রতীরা বিশেষভাবে নারী সন্ন্যাসব্রতীরা মঙ্গলসমাচার প্রচারে অত্যাবশকীয় ভূমিকা পালন করে। সিস্টার দিয়ান্না প্রধান কাজ হলো নারী-পুরুষ উভয় সন্ন্যাসব্রতীদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা।

আমার উপস্থিতি পার্থক্য সৃষ্টি করেছে: ইণ্ডিয়ার ডটার্স অব পল ধর্মসংঘের সিস্টার জয়ে আন্না জানান যে, মিডিয়াতে তার পূর্ণ নিবেদনের কারণে তাকে অধিবেশনে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেন, তার উপস্থিতিটা পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার ও এফএবিসি'কে ডিজিটালাইজেশন করতে আমি আমার সর্বোত্তম চেষ্টা করছি।

একইভাবে মত প্রকাশ করেন ডিভাইন সেভিয়র ধর্মসংঘের সিস্টার ওয়েল। নারী হিসেবে আমি অবশ্যই নারীদের বাস্তবতা আমার কণ্ঠে অধিবেশনে তুলে ধরছি। কেননা এফএবিসি শুধুমাত্র পুরুষদেরই নয় তা নারীদেরও বটে।

আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন

আমি শ্যামল পালমা, তেজগাঁও ধর্মপল্লীর একজন খ্রিস্টভক্ত। সাড়ে তিন বছরের সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে আমার সুখের সংসার। অতি দুঃখের বিষয় যে, গত ৭ বছর যাবৎ আমার স্ত্রী জ্যাকলিন গমেজ ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত। তাকে সুস্থ করতে অনেক ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়েও তাকে সুস্থ করতে পারিনি। ডাক্তারগণ বলেছেন, তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভেলরে চিকিৎসা করাতে হবে। আমাদের পরিবারে আমিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এ পর্যন্ত তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়েছে এবং তাকে ভেলর চিকিৎসা করতে এখনও অনেক টাকা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, আমি বিনীতভাবে আপনাদের নিকট আর্থিক সহযোগিতার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের সম্মিলিত আর্থিক অনুদান ও প্রার্থনায় আমার স্ত্রী খুব শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে। আপনাদের উদার আর্থিক সহায়তা ও প্রার্থনার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

আর্থিক অনুদান পাঠানোর ঠিকানা

জ্যাকলিন গমেজ
ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
ব্যাংক একাউন্ট নম্বর: ১০৭১০১০২০২১৪২
বিকাশ নম্বর : ০১৭১৬৬২১৩২৯

অথবা

ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ
পাল পুরোহিত
পবিত্র জপমালা রাণীর ধর্মপল্লী, ঢাকা।

সিবিসিবিতে 'খ্রিস্টমণ্ডলীর ভক্তজনগণ বিষয়ক ৯ম জাতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স' - ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ

খ্রিস্টমণ্ডলীর ভক্তজনগণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীগণ

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের আয়োজনে মোহাম্মদপুর সিবিসিবি সেন্টারে বিগত ০৬-১০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে, ৫ দিনের এক জাতীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন ৮টি ধর্মপ্রদেশ ও খ্রিস্টান সংগঠনসমূহ থেকে মনোনীত নারী- পুরুষ ফাদার-সিস্টারসহ মোট ৬০ জন পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ সহ ৭ জন সদস্য এবং ২ জন স্বেচ্ছাসেবক।

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ হতে ভক্তজনগণ অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১১:৩০ মিনিট হতে নাম নিবন্ধনের কার্যক্রম চলে। বিকাল ৪:১৫ মিনিটে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই প্রোগ্রাম শুরু হয়। অতপর সবাইকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয় এবং ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক পরিচয়পর্ব হয়। ৮টি ধর্মপ্রদেশের ভক্তদের মঙ্গল কামনা করে ৮জন প্রতিনিধি মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালন করেন। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ খ্রিস্টের প্রতীক রূপে প্রধান প্রদীপটি প্রজ্বালন করেন।

অতপর কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ অংশগ্রহণকারীদেকে উদ্দেশ্য করে বলেন মণ্ডলী হল খ্রিস্টের প্রতীক। আমরা খ্রিস্টীয় বিশ্বাস নিয়ে, তাঁর সন্তান হয়ে জীবন যাপন করার দায়িত্ব পেয়েছি। মণ্ডলীর সন্তান হিসাবে আমাদের কর্তব্য সেবাকাজ ও তাঁর বাণী প্রচার। এই বলে তিনি এই প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর অংশগ্রহণকারীগণ তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সন্ধ্যা ৬টায় মা মারীয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে রোজারিমালা প্রার্থনা করা হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল– সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী; খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব ও পরিচালনা, মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের প্রৈরিতিক কাজ; খ্রিস্টান আন্দোলন ও সংগঠন: প্রকৃতি, ভূমিকা, নীতিসমূহ; খ্রিস্টমণ্ডলীতে ও জগতে ভক্তজনগণের আহ্বান, মিশন; খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ দ্বারা পরিচালিত সংগঠন : খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব ও বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান; ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ (এসসিসি); খ্রিস্টমণ্ডলীতে ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতা ও গঠন; বাইবেলের আলোকে "খ্রিস্টমণ্ডলী"; 'লাউদাতো সি': জগতের আর্তনাদে সাড়াদান ও দীনদরিদ্রের আর্তনাদে সাড়াদান, খ্রিস্টান লিডারদের প্যানেল: স্থানীয় মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ (পালকীয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, খ্রিস্টীয় ঐক্য, যুবসমাজ..) এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা। বিষয়গুলোর উপর দক্ষতার সাথে সহভাগিতা করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ড.বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও, ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু, ফাদার আলবিন মন্টু গমেজ, থিওফিল নকরেক, ফাদার প্রলয় আগস্টিন ডি' ক্রুশ, ফাদার ষ্ট্যানলী সি কস্তা, বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ, পঙ্কজ গিলবার্ট কস্তা, চন্দন জাখারিয়াস গমেজ, সঞ্জীব দ্রং, সিস্টার মিনতি রোজারিও সিএসসি এবং ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা।

এই প্রশিক্ষণ শেষে মুক্ত আলোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ এ ধরণের প্রশিক্ষণ হতে অনেক উপকৃত হয়েছেন বলে ব্যক্ত করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। তিনি ভক্তজনগণের উদ্দেশে বলেন, মণ্ডলীতে আপনারা সবাই মনোনীত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাই তিনি প্রত্যেককে স্বপ্ন দেখতে এবং তা বাস্তবায়নে সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি ভক্তদের ও তাদের পরিবারের মঙ্গল কামনা করে সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। সেইসাথে কমিশনের সেক্রেটারি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে জাতীয় প্রশিক্ষণটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের মিলন উৎসব- ২০২২

নিবেদিত জীবনে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সন্তনগণ

ডিকন প্লাবন রোজারিও ওএমআই বিগত ১৩-১৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে তুমিলিয়ার দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের গির্জায় দুইদিন ব্যাপী তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের নিয়ে এক মহা মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে তুমিলিয়া ধর্মপল্লী আহ্বানের এক উর্বর ভূমি হিসেবে সুপরিচিত। ধর্মপল্লীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তুমিলিয়ার সকল কৃতি সন্তানদের অর্থাৎ সকল ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের নিয়ে এই মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। দুইদিন ব্যাপী আয়োজনের প্রথমদিনে ছিল আগমন, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের লীডারদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত পিঠা-পুলি দিয়ে আপ্যায়ন, শোভাযাত্রা, চন্দনতিলক, রাখী বন্ধনী ও মিষ্টিমুখের মাধ্যমে বরণ অনুষ্ঠান, পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও পরিচিতি অনুষ্ঠান ও রাতের আহার। পবিত্র

খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে উৎসবের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি আরম্ভ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার কমল কোড়াইয়া। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার মিন্টু এল পালমা, সিস্টার মেরী অর্পা এসএমআরএ এবং ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি তাদের ধর্মীয় জীবন আহ্বান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। এরপর ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সবশেষে দুপুরের প্রীতিভোজের মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী এই অর্থপূর্ণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দুই দিনের এই উৎসবে প্রায় ১১০ জনের মতো ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তাদের আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সার্বিক সহযোগিতার জন্য পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ সকল খ্রিস্টভক্ত, প্যারিশ কাউন্সিল এবং অন্যান্য সবাইকে বিশেষ করে যারা এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে রজত জয়ন্তী পালন

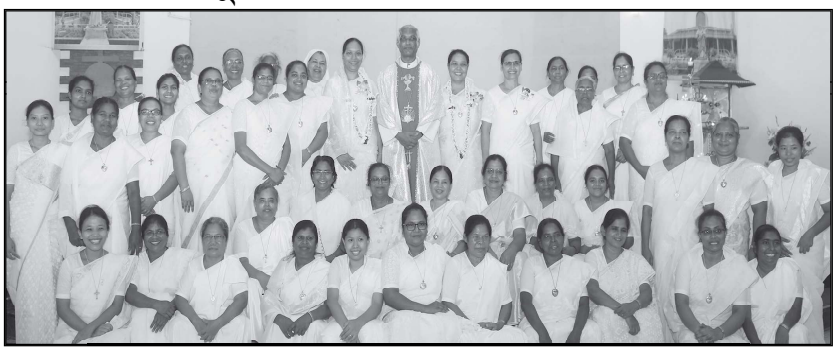

পবিত্র ক্রুশ ভগিনীদের সাথে রজত জয়ন্তী পালনকারী ২জন সিস্টার

সিস্টার গিদ্দিং সিমসাং ও সিস্টার রীপা আন্না কস্তা সিএসসি ▯ গত ৭ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের সিস্টার শেষান্তি মার্গারেট নকরেক সিএসসি ও লিন্ডা ভেরোনিকা গমেজ সিএসসির ব্রতীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও, ঢাকা। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের মহামান্য বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। খ্রিস্টযাগে বিশপ জুবিলী পালনকারী সিস্টারদের জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। সেইসাথে ঈশ্বরের আহ্বান এবং আমাদের সাড়া দান, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন ফাদার, সিস্টার, রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ। খ্রিস্টযাগ শেষে সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি, এশিয়ার এলাকা সমন্বয়কারী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর কীর্তনের মাধ্যমে রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের বরণ করে নেয়া হয় হলিক্রস প্রাঙ্গণে। উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেট ধর্মপ্রদেশের মহামান্য বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকেও হলিক্রস সিস্টারদের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানো হয়। এরপর রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারগণ কেক কাটা অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের সংবর্ধনা জানানো হয়॥

রোমে অনুষ্ঠিত কাথলিক ডাক্তারদের ২৬তম বিশ্ব কংগ্রেস

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও ▯ রোমে কাথলিক ডাক্তারদের ২৬তম বিশ্ব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব কাথলিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশনস- ফিয়ামের আয়োজনে এই বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮০টি দেশের ১,২০,০০০ জন কাথলিক ডাক্তারগণ এর সম্মিলিত সংগঠন এই ফিয়াম। ফিয়াম সারা পৃথিবীতে ভাতিকান স্বীকৃত একমাত্র মেডিক্যাল এসোসিয়েশন। সম্মেলনের মূলসুর ছিল- মেডিসিন/চিকিৎসাবিদ্যা কি প্রতিকারমূলক নাকি মানব গঠনমূলক-খ্রিস্টান চিকিৎসকদের দায়িত্ব? ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে আগস্টনিয়ান সেন্টার, রোম, ভাতিকানে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। অধ্যাপক ডা. বানার্ড আর্স, প্রেসিডেন্ট, ফিয়াম স্বাগত বক্তব্য রাখেন। পোল্যান্ডের প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বোগদান চাভান এই অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ আধুনিক ধাত্রীবিদ্যায় নারী অধিকার বিষয়ে উপস্থাপনা করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিকালে কার্ডিনাল পিটার টার্কসন, চ্যান্সেলর, পন্টিফিক্যাল একাডেমি অব সাইন্স এন্ড ফর সোস্যাল সাইন্স সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকাতে সকল কাথলিক ডাক্তারদের মঙ্গলার্থে মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। ডা. লোটে ভোর্টস বলেন, নেদারল্যান্ড ও বেলজিয়ামে ইউথানেসিয়া বা স্বেচ্ছামৃত্যু সাম্প্রতিক সময়ে আইনসিদ্ধ। কিন্তু তিনি একজন কাথলিক তরুণ চিকিৎসক হিসাবে মনে করেন- মানুষকে বেঁচে থাকতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করাই কাথলিক ডাক্তারদের কাজ- মেরে ফেলার জন্য বা তাকে মরতে সহায়তা করা নয়। তিনি বলেন, তার দেশ ও পাশ্চাত্য বিশ্ব এ নিয়ে বিপদের মধ্যে আছে। আমরা যেন তাদের দেশ ও তাদের দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করি। প্রতি ৪ বছর পর পর বিশ্ব কাথলিক ডাক্তারদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ সন্ধ্যায় কার্ডিনাল পিয়েত্র পারোলিন-এর আশীর্বাদের মাধ্যমে এই বিশ্ব কাথলিক ডাক্তারদের মহাসম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। এতে এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কাথলিক ডক্টরস্ (এবিসিডি) এর প্রেসিডেন্ট ও এশিয়ান ফেডারেশন অব কাথলিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশনস এর ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, এবিসিডি'র চ্যাপলেইন ফাদার ড. লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তা বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গিল্ড (বিসিএনজি) এর মিস পুষ্প কস্তা অংশগ্রহণ করেন। পরে তারা সাধু পৌলের মহামন্দির, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, সাধু খ্রীস্টফার ও সাধু ইগ্নাসিউস লায়োলার মহামন্দির; পাদুয়ার সাধু আন্তনীর মহামন্দির, কাটাকুম্ব, কলোসিয়াম, রোম; সাধু মার্কের মহামন্দির, ভ্যানিস;, ইতালী; সাধু ভিনসেন্ট ডি' পৌলের মহামনিন্দর, প্যারিস ও লুর্দের মা মারীয়ার তীর্থস্থান, সাধ্বী বার্নাডেটের মহামন্দিরে তীর্থ করেন॥

কাথলিক ডাক্তারদের বিশ্ব কংগ্রেস, রোম

কুষ্ঠ হাসপাতালে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন

আইরিন মার্ডী ▯ গত ৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ধানজুড়ী কুষ্ঠ হাসপাতালে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগে বিশপ, ফাদার, সিস্টার, হাসপাতালের স্টাফগণ, রোগী ভাইবোনেরা ও প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল সেবাস্টিয়ান টুডু। তিনি তার উপদেশে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "ছোট ছোট কাজের মধ্যদিয়ে তিনি মহান ঈশ্বরের সেবা করেছেন। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যিশুর চরণে সঁপে দিয়েছেন। তারপরও তিনি মণ্ডলীতে মহান সাধ্বী হিসেবে পরিচিত"। খ্রিস্টযাগের পর ডিএলসি স্টাফদের নিয়ে মিটিং করা হয়। অতঃপর দুপুরে আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে সার্বিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়॥

জপমালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন

উপদেশে সহভাগিতা করছেন ফাদার আলবার্ট সরেন

সিলভেস্টার হাঁসদা ▯ গত ৯ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার ধানজুড়ী ধর্মপল্লীর অধীনস্থ পাটাজাগির সাব-সেন্টারের রাজবাড়ী গ্রামে জপমালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে মারীয়ার সেনা সংঘ নাচ ও মোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু এবং উপদেশ প্রদান করেন ফাদার আলবার্ট সরেন। তিনি তার উপদেশে জপমালা প্রার্থনার উৎপত্তি ও গুরুত্ব আলোকপাত করেন। তিনি বলেন "মা মারীয়া আমাদের প্রার্থনা শোনেন। আমাদের হয়ে তিনি তার পুত্রের আশীর্বাদ আমাদের দান করেন। তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী। কেননা তিনি আমাদের মা এবং আমরা সবাই তার সন্তান।" ফাদার, সিস্টার, ধানজুড়ী ধর্মপল্লীর বাইবেল দল ও আশেপাশের গ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ এ মহতীপর্বে যোগদান করেন। অতঃপর, প্রীতি ভোজের মধ্যদিয়ে উক্ত পর্ব পালন সমাপ্ত করা হয়॥

ধর্মপল্লীতে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব উদ্‌যাপন

পৌরহিত্য করছেন ফাদার কেরবিম বাকলা

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ গত ৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার ধানজুড়ী ধর্মপল্লীতে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব পালন করা হয়। ৯ দিন নভেনার মধ্যদিয়ে পর্বের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। শুরুতে সাধু ফ্রান্সিসের মূর্তি ও নাচের মধ্যদিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার কেরবিম বাকলা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফাদার ফাব্রিচিও পিমে ও ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু। ফাদার কেরবিম সাধু ফ্রান্সিসের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, "সাধু ফ্রান্সিস প্রকৃতি ভালবাসতেন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত তার আদর্শ মেনে চলা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। তবেই সুন্দর পৃথিবী আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে সক্ষম হবো"। খ্রিস্টযাগের পর সবার জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর, বিকাল ৩ টায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস (ডিসিএসএস)
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা

পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন
নিরাপত্তা কর্মী	৫০ জন	আলোচনা সাপেক্ষে
সুপারভাইজার	১০ জন	আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের যোগ্যতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস, বয়স ২০ হইতে ৪৫ বৎসর, উচ্চতা কমপক্ষে ৫ফুট ৬ইঞ্চি মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫ফুট ৪ ইঞ্চি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারীহতে হবে। অফিস কর্তৃক থাকার ব্যাবস্থা করা হবে বৎসরে উৎসব অনুযায়ী ২টি বোনাস প্রদান করা হবে। সমস্ত কর্মীদের জন্য বীমার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও বাৎসরিক ছুটি, অসুস্থ কালীন ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ঐচ্ছিক ছুটি পাবেন। সকল ধর্মের আগ্রহী পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীগণ নিম্ন ঠিকানায় আগামী ২০ নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত: জীবন বৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, রক্তের গ্রুপের সনদপত্র, খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে চার্চের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে, খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

প্রকল্প পরিচালক
ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস
মাদার তেরেসা ভবন, তেজগাঁও ক্যাথলিক চার্চ
২নং তেজকুনীপাড়া তেজগাঁও ঢাক-১২১৫।

বিজ্ঞ/৩২৭/২২

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যোসেফ দীলিপ দেছা
জন্ম: ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৭ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
মোলাশীকান্দা, ভাওলীয়া বাড়ি

পৃথিবীতে সবকিছু শেষ হয়,
বসন্ত গান মুকুলিত প্রাণ
ক্ষণকাল রয়।
তারপর স্মৃতিটুকু ব্যাথাময়।

এই গানটা তোমার খুব প্রিয় ছিল। যখন তুমি গাইতে, তখন গানটাকে এতটা গুরুত্ব দেই নি। কিন্তু আজ, তার অর্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। যুগে যুগে মহামানবগণ যা যা বলে গেছে। তা সবই ঈশ্বরের ভবিষ্যত বাণী। যা বর্তমানে ঘটছে। যেমন একটা গান আছে। "এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নয়"। তা সত্যই। তোমরা যারা চলে গেছ। আমার বিশ্বাস, তোমরা ঐ দুনিয়ায় শান্তিতেই আছ। কিন্তু আমরা যারা পৃথিবীতে আছি, আমরা ভাল নেই। আমরা সর্বদা উদ্‌বিগ্ন থাকি, কখন কোন বিপদ আসবে? হচ্ছেও তাই। এখন পৃথিবীর মানুষের মনে শান্তি নেই। ইদানিং প্রাচুর্য্য, সুখ ও বিলাসিতার কমতি নেই। কারো কথা, কারো শুনার সময় নেই। এই অবস্থায় তোমার কথা অনেকেই মনে পরে। জীবনের সব ব্যাপারে তোমার সাথে সহভাগিতা করে যে শান্তি, সুখ ও আনন্দ পেতাম, তা এখন আর হয় না। এখন শুধু একটাই চাওয়া, সুন্দর মৃত্যু। যা-নাকি আমাদের সবাইকে এক করে, পরম শান্তির রাজ্যে রাখবে। তোমরা যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছ। আমাদের জন্য শুধু এই প্রার্থনা করো।

- শোকার্ত পরিবার

বিজ্ঞ/৩২০/২২

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি) , দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৩ (Bible Diary - 2023), বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-40
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-৪০
Regd. No. DA-33
❖ 30 October - 5 November, 2022, ১৪ - ২০ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২২" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন সজ্জায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গন) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:
১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, SutonnyMJ এবং ফন্টে windows ৭-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্র বিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

নভেম্বর মাস মৃতলোকদের মাস। মৃত্যু বিষয়ক আপনাদের লেখনী অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।
বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org